বন্যাত্তোর দেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচীতে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ভূমিকা

*মোঃ নুরুল হুদা চৌধুরী**

সূচনা

আমরা সকলেই জানি বাংলাদেশ একটি কৃষি প্রধান দেশ। ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার বিশিষ্ট দেশটি ১৩৫.২ মিলিয়ন জনসংখ্যা (২০০৪ সাল পর্যন্ত) নিয়ে পৃথিবীর একটি অন্যতম বৃহত্তম জনবহুল দেশ। দেশের সীমিত ভূসম্পদের উপর ভীড় জমিয়ে প্রায় ৮০ ভাগ লোক বাস করে পল্লী এলাকায়। পল্লী এলাকার কৃষির উপর এদের জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। মোট শ্রমশক্তির শতকরা ৬২.৩০ ভাগ কৃষক শ্রমিক সরাসরি কৃষিতে নিয়োজিত। বাংলাদেশের মোট চাষযোগ্য জমির পরিমান ২,০১,৫৭,৫৬৪ একর। ৯% পরিবারের কোন বাড়ীঘর নেই, ১১.৬% পরিবারের শুধু বাড়ী আছে, কিন্তু চাষযোগ্য জমি নেই। ২১.৮% পরিবারের বাড়ী ও ০.৫০ একর পর্যন্ত চাষযোগ্য জমি আছে। ১৭.৭% পরিবারের বাড়ী ও ০.৫১ একর হতে ১.০০ একর পর্যন্ত চাষযোগ্য জমি আছে। ভূমিহীন পরিবারের সংখ্যা দিন দিন বেড়ে চলেছে। এতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক স্থিতিশীলতা বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। দেশের বেশিরভাগ লোক দারিদ্র্য সীমার মধ্যে বাস করে বিধায় একদিকে যেমন সঞ্চয় কম অন্যদিকে বিনিয়োগের হারও কম। ***পরিশিষ্ট 'I'-তে*** ১৯৯৫-১৯৯৬ হতে ২০০৩-২০০৪ (সাময়িক) অর্থ বছর পর্যন্ত জিডিপি এর সহিত সঞ্চয় ও বিনিয়োগের হার দেখানো হলো।

বাংলাদেশ একটি নদ-নদী বিধৌত দেশ যেখানে ছোট-বড় ২৩০টি নদ-নদী রয়েছে। ফলে অতি বৃষ্টি, পাহাড়ী ঢল, মৌসুমী বায়ুর প্রভাব ইত্যাদি কারণে বন্যায় দেশটি ভেসে যাওয়া প্রায় প্রতি বছরের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কখনও কখনও দীর্ঘ দিন এমনকি মাসাধিকাল ধরে বন্যায় দেশ ডুবে যায়। ফলে গবাদি পশু, শস্য, গাছ-পালা, বাড়ীঘর, পথ-ঘাট, হাটবাজার ডুবে গিয়ে অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। কখনও কখনও বন্যার ফলে দূর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে ১৯৭৪ সালের বন্যা পরবর্তী দূর্ভিক্ষের কথা একটি স্মরণীয় দৃষ্টান্ত। বন্যাজনিত প্রাকৃতিক দূর্যোগের ফলে অপূরণীয় ক্ষতি দেশের পক্ষে অধিকাংশ সময় কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয় না। অতীতে দেশের সরকারী সম্পদ ব্যবহার করে বন্যা মোকাবিলা সম্ভব না হওয়ায় বৈদেশিক সাহায্য গ্রহন করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সংস্থার সহায়তা ছাড়াও বিভিন্ন এনজিওর সহায়তা গ্রহন করে বন্যা মোকাবিলাসহ দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজ আশানুরূপভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। ১৯৯৮ এর বন্যায়ও দেশের কৃষি সেক্টরের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়।

---

* মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন), বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

বন্যায় হাজার হাজার কোটি টাকা আর্থিক ক্ষতি এ দেশের উপর মারাত্মক বোঝা হয়ে দেখা দেয় এবং দেশের অর্থনীতিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার কাজ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়, ফলে দেশের স্বাভাবিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হয়। সম্প্রতি ২০০৪ সালের জুলাই মাসে ঘটে গেল সারা দেশে ভয়াবহ বন্যা, এতে ফসলের অভূতপূর্ব ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

২০০৪ সালে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলসহ অধিকাংশ জেলাতেই অতিরিক্ত বৃষ্টি এবং উজান থেকে নেমে আসা পানিতে সৃষ্ট বন্যায় ১৩ আগষ্ট০৪ পর্যন্ত দেশের সর্বমোট ৪৬টি জেলার ৩৩৭টি উপজেলার মধ্যে ৩০০টি উপজেলার মাঠে প্রায় ৮৫,১১৬ হেক্টর (প্রায় ২১,০২,২৫২ একর) জমির বিভিন্ন ফসল বিনষ্ট হয়। এ বন্যায় প্রায় ৪৮.৮৪ লক্ষ কৃষক পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং উৎপাদন আকারে ক্ষতির পরিমান দাঁড়ায় ৮,২৩,৭১৬ মেঃ টন। শাক সব্জি ৩,২৭,৭৫৪ মেঃ টন অন্যান্য ফসল ৩,৯৭,১৪৩ মেঃ টন এবং পাট ৩,৭৮,৯৩১ বেল। টাকার অংকে ক্ষতির পরিমান দাঁড়ায় ২,২৯১ কোটি ১৭ লক্ষ টাকা।

অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ও উজান থকে নেমে আসা পানিতে সৃষ্ট বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ড় ক্ষুদ্র ও প্রান্ড়িক কৃষকদের ফসল আবাদে সহায়তার জন্য কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচী ২০০৪

ক্রমিক নং	*উপকরণের নাম/খরচের খাত*	*উপকরণের পরিমান (মেঃ টন)*	*প্রস্ড়াবিত অনুদান (লক্ষ টাকায়)*
০১।	রোপা আমন বীজ	১৬৫৫.০৬৫	৪৯২.৩৬৪৫০
০২।	বোরো বীজ	৬৬৮৪.৩৪৫	১৩৩৬.৮৬৯০০
০৩।	ক) গম বীজ (স্থানীয়)	৩৬৯৯.৯৮০	৬২৮.৯৯৬৬ ০
	খ) গম বীজ (আমদানীকৃত	৪০০০.০০	১২০০.০০০০০
০৪।	ভূট্রা বীজ	২৫৯.০০০	৩১১.০৪০০০
০৫।	সরিষা বীজ	৩০৪.৭৮৫	৯১.৪৩৫৫০
০৬।	সয়াবীন	৩.৬০০	১.১৮৮০০
০৭।	চিনাবাদাম	৪.৫০০	১.৫৩০০০
০৮।	মাসকালাই বীজ	৩৮৩.২৫০	৯৫.৮১২৫০
০৯।	শাকসব্জি বীজ	১২৯.০০০	২৫৮.০০০০০
১০।	আখ	৬০০০.০০	৬০.০০০০০
১১।	পান (চাকচুক-১০২ সার ও নগদ	৫৩.৬৪০	৪৬.৯৩৫০০
১২।	রিচ	৩.০০০	১৫.০০০০০
১৩।	এনপিকে এস সার	৭২১৬১.৩৯৫	১০৭৮৭.০০২৮৮
১৪।	ব্যাগ ও প্যাকিং	-	৬৩২.৮০৭৮৫
১৫।	চারা উৎপাদন, উত্তোলন ও পরিবহণ ইত্যাদি	-	১১৩.৫৯৩২৫
১৬।	পরিবহণ	-	২৪৫.৯৭৭২৪
১৭।	ডিএই'র আনুসাংগিক খরচ	-	২.৪৪৭৬৮
	মোটঃ		১৬৩২১.০০

সূত্র ঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রনালয়, ২০০৪।

বন্যাত্তোর দূর্যোগ মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

বন্যাত্তোর দূর্যোগ মোকাবিলায় সরকার তাৎক্ষনিক এবং জরুরী অনেকগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ পদক্ষেপগুলোর মধ্যে ত্রাণ কার্যক্রম, কৃষকদের মাঝে বিনা মুল্যে বীজ, বীজের চারা, সার বিতরণ, ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে দুস্থ মানুষের মাঝে চাউল বিতরণ, নগদ অর্থসহ পানি, শুকনা খাদ্য বিতরণ, ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ও উজান থেকে নেমে আসা পানিতে সৃষ্ট বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের ফসল আবাদের উদ্দেশ্যে কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচী ২০০৪ এর আওতায় সরকার কর্তৃক যে সহায়তা দেয়া হয়েছে তার পরিসংখ্যান নিম্নে ***ছক ''ক''তে*** দেখানো হলো।

উক্ত ***ছক 'ক'*** পর্যালোচনায় দেখা যায় ২০০৪ সালের বন্যাত্তোর কৃষি পুনর্বাসনের আওতায় ক্ষতিগ্রস্থ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের বিভিন্ন ফসল আবাদের জন্য সরকার বীজ, সার, প্যাকিং, পরিবহন এবং বিতরনের আনুমানিক খরচ বাবদ ১৬,৩২১.০০ লক্ষ টাকার অনুদান বরাদ্দ দিয়ে তা বিতরণের ব্যবস্থা করেছে।

বন্যাত্তোর কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচীর আওতায় ক্ষতিগ্রস্থ জেলা, জেলা ভিত্তিক ক্ষতি গ্রস্থ জমির পরিমান, কৃষক পরিবারের সংখ্যা, ফসল আবাদের লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্থ বরাদ্দের পরিমান ***পরিশিষ্ট 'II-'তে*** দেখানো হলো।

উপরোক্ত অনুদান ছাড়াও সরকার ইতিমধ্যে নিম্নোক্ত পদক্ষেপ সমুহ গ্রহণ করেছে ঃ

(ক) সকল রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংককে বন্যা পুনর্বাসন কর্মসূচীকে সাফল্যমন্ডিত করার লক্ষ্যে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের মাঝে প্রয়োজনানুযায়ী ঋণ প্রদানের পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

(খ) ঋণ আদায় এর সময়সীমা আগামী এক বছর বৃদ্ধি করে কৃষকদের পুর্বের ঋণ পুনঃ তফসিলকরণ পূর্বক পুনঃ ঋণ প্রদানের নির্দেশ জারী করেছে।

(গ) সার্টিফিকেট ও অর্থ ঋণ আদালতের কার্য্যক্রম স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে।

(ঘ) তাছাড়া যে সকল ঋণ খাতকের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী রয়েছে তার কার্যক্রমও স্থগিত করা হয়েছে।

(ঙ) দ্রুততম সময়ে স্বচ্ছতার সহিত যাতে ঋণ বিতরণ সম্পাদন করা হয় সে ব্যাপারে সকল অংশগ্রহনকারী ব্যাংককে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।

(চ) দূর্নীতি রোধ কল্পে কৃষক যাতে হয়রানীর শিকার না হয় সে লক্ষ্যে তদারকী/ মনিটরিং কার্যক্রম জোরদানকরণসহ জেলা প্রশাসন এবং উপজেলা প্রশাসনকে ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়ার সহিত সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

(ছ) জেলা ও উপজেলা কৃষি ঋণ কমিটির সভা নিয়মিত আহবান করে সুষ্ঠুভাবে ঋণ বিতরণ, সম্পাদন করার ব্যাপারে পর্যালোচনা ও প্রয়োজনে তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা গ্রহনের দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

বন্যাত্তোর দূর্যোগ মোকাবিলায় কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচীতে কৃষি ঋণের ভূমিকা

উৎপাদনের উপকরণগুলোর মধ্যে কৃষি ঋণ একটি অন্যতম উপকরণ। বিশেষ করে বন্যা অথবা অন্য কোন প্রাকৃতিক দূর্যোগের পর কৃষককূল যখন সর্বহারা হয়ে যায় তখন তাদের হাতে কোন নগদ অর্থ থাকে না। তখন বেঁচে থাকা তার জন্য দায় হয়ে দাঁড়ায়। সরকার হতে দান, অনুদান, খাদ্য সাহায্য যা পেয়ে থাকে তা অতি স্বল্প মেয়াদী সমাধান মাত্র। বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে শষ্য উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য প্রয়োজন হয় হালের বলদ, বীজ, সার, কীটনাশক ঔষধ, সেচ ও শ্রমিকের মজুরী। তার নিকট নগদ অর্থ না থাকায় তার ঋণের প্রয়োজন হয়।

কৃষকদেরকে দুর্দশার হাত থেকে রক্ষা করার মানসে কৃষি ঋণের গুরুত্ব বিবেচনা পূর্বক বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯৭৭ সালে সুদুর প্রসারী এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তিনি বিশেষ কৃষি ঋণ কর্মসূচী (এস,এ,সি,পি) নামীয় ১০০.০০ কোটি টাকার কৃষি ঋণ বরাদ্দ দিয়ে সকল রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংককে কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করে দেশের সকল ইউনিয়নকে স্ব স্ব ব্যাংকের নিকট বরাদ্দ দেয়ার ব্যবস্থা করেন। পরবর্তী সময়ে রূপালী ব্যাংকসহ বিরাষ্ট্রীয়কৃত ব্যাংকগুলির বরাদ্দকৃত ইউনিয়নকে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংককে বরাদ্দ দেয়া হয়। ব্যাংক ভিত্তিক সর্বশেষ বরাদ্দকৃত ইউনিয়নের পরিসংখ্যান নিম্নে ***ছক 'খ'-তে*** দেয়া হলো।

ব্যাংক ভিত্তিক বরাদ্দকৃত ইউনিয়নের পরিসংখ্যান

ক্রমিক নং	ব্যাংকের নাম	বরাদ্দকৃত ইউনিয়নের সংখ্যা	মোট এর সহিত বরাদ্দকৃত ইউনিয়নের হার
১।	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	১৪৯৩	৩৩%
২।	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	৪৪৫	১০%
৩।	সোনালী ব্যাংক	১১৭	৬৫%
৪।	জনতা ব্যাংক	৭১৩	১৭%
৫।	অগ্রণী ব্যাংক	৭১০	১৫%

সূত্র ঃ শাখা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।

সকল ব্যাংক স্ব স্ব বরাদ্দকৃত ইউনিয়নে কৃষি ঋণ বিতরণ অব্যাহত রাখে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় অদ্যাবধি ব্যাংকগুলি কৃষকদের মাঝে কৃষি ঋণ বিতরণ করে যাচ্ছে। ফলে লক্ষ লক্ষ কৃষক কৃষি ঋণের সুবিধা ভোগ করছে।

কৃষি ঋণ প্রদানের জন্য প্রতিষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকসহ সরকারী মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ সারা দেশে তাদের কৃষি ঋণ কার্য্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। নিম্নে ***ছক 'গ'-তে*** বিগত কয়েক বছরে সকল ব্যাংক কর্তৃক ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা, বিতরণ আদায় এবং বকেয়া স্থিতির পরিসংখ্যান দেখানো হলো ঃ

এ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বাংলাদেশ কৃষি, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক এবং বিআরডিবি কৃষি ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে বিশেষায়িত ব্যাংক বিধায় বিশেষ ভূমিকা রেখে থাকে। সরকারও এই ৩টি প্রতিষ্ঠানের উপর বন্যাত্তোর যেকোন দূর্যোগ মোকাবিলায় কৃষি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে থাকে।

সকল ব্যাংক কর্তৃক বছর ভিত্তির কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা, বিতরণ, আদায় ও বকেয়া ঋণের পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

অর্থ বছর	*লক্ষ্যমাত্রা*	*ঋণ বিতরণ*	*ঋণ আদায়*	*বকেয়া*
১৯৯২-৯৩	১৪৭৪.৪১	৮৪১.৮৫	৮৬৯.২৩	৫৬৯২.৮৪
১৯৯৩-৯	৪১৬৪৩.০৮	১১০০.৭৯	৯৭৯.১২	৬২২২.০০
১৯৯৪-৯৫	২১৬১.৭২	১৬০৫.৪৪	১১২৪.১১	৭০৪৫.২২
১৯৯৫-৯৬	২৪৩৪.২৭	১৬৩৫.৮১	১৩৪০.০২	৭৭৬৯.০৭
১৯৯৭-৯৮	২৫২৫.৮৩	১৮১৪.৫৩	১৭৭৯.২৯	৮৫১৫.০৪
১৯৯৮-৯৯	৩২৭০.০	১৩২৪৫.৩৬	২০৩৯.৬৫	৯৭০২.৫১
১৯৯৯-২০০০	৩৩৩১.০০	২৮৫১.২৯২	৯৯৬.২৯	১০৬৪৮.৯০
২০০০-২০০১	৩২৬৫.৯২	৩০১৯.৬৭	২৮৭৭.৮৭	১১১৩৭.২৬
২০০১-২০০২	৩৩২৬.৬৪	২৯৫৪.৯১	৩২৫০.২৭	১১৩৫৫.৫৮
২০০২-০৩	৩৫৬০.৫৩	৩২৭৮.৩৭	৩৫১৬.৩১	১১৯১৩.৩৫
২০০৩-০৪*	৪৩৮৮.৯৪	২৪৪৯.৪৪	২১৮১.০৩	১১২১১.২৯

উৎস ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০০৪।

১৯৯৮ সালে বন্যাত্তোর কৃষি পুনর্বাসনে স্ব স্ব ব্যাংক পূর্ববর্তী বছরের তূলনায় যে অধিক হারে কৃষি ঋণ বিতরণ করেছে তার তূলনামূলক চিত্র নিম্নোক্ত **ছক 'ঘ'তে** উপস্থাপন করা হলো।

উক্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় বন্যাত্তোর দূর্যোগ মোকাবিলার লক্ষ্যে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানই পূর্ববর্তী বছরের তূলনায় বন্যার বছর ঋণ বিতরণ অধিক হারে বৃদ্ধি করেছে। বন্যার ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য ১৯৯৮ সালে সকল ব্যাংক একত্রে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ঋণ প্রবাহ প্রায় ৮৪ ভাগ বৃদ্ধি করেছে।

১৯৯৮ সালে পূর্ববর্তী বছরের তূলনায় ব্যাংক ভিত্তিক ঋণ বিতরণের তূলনামূলক চিত্র

(কোটি টাকায়)

ঋণ বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানের নাম	১৯৯৭ সালে মোট কৃষি ঋণ বিতরণ	১৯৯৮ সালে মোট কৃষি ঋণ বিতরণ	বর্ধিত অংকের টাকা	প্রবৃদ্ধির হার
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	৮৪৯.৪২	১৫৯০.২৩	৭৪০.৮১	৮৭.২১
	(৫১.৮৬)	(৫২.৯০)	(৫৪.০০)	
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	২০৩.২১	৩১৬.৬১	১১৩.৪০	৫৫.৮০
	(১২.৪০)	(১০.৫৩)	(৮.০০)	
অংশগ্রহনকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক	৪৪৩.৬৮	৭৩৭.৭৭	২৯৪.০৯	৬৬.২৮
	(২৭.০৮)	(২৪.৫৪)	(২১.০০)	
বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড	১৩৯.৭৬	৩৫৮.৩৬	২১৮.৬০	১৫৬.৪১
	(৮.৫৩)	(১১.৯২)	(১৪)	
বাংলাদেশ সমবায় ব্যাংক	১.৮০	২.৯৫	১.১৫	৬৩.৮৮
	(০.১০)	(০.০৯)		
	১৬৩৭.৮৭	১৩৬৮.০৫		

**বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা মোট বিতরণের সহিত প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক শতকরা হার নির্দেশ করে।*

উক্ত তথ্য আরো নির্দেশ করে যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক একাই মোট ঋণ বিতরণের প্রায় ৫৩% ঋণ প্রদান করেছে।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ঐতিহাসিক পটভূমি ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব এবং অবকাঠামো

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক গ্রাম বাংলার অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিয়োজিত একটি বিশেষায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান। বর্তমান অবস্থানে আসার পিছনে এর এক অতীত ইতিহাস আছে। গ্রাম বাংলার গরীব কৃষকদেরকে মহাজন/জোতদারদের নিকট থেকে চড়া সুদে ঋণ গ্রহণের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ১৯৫২ সালে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার কৃষি উন্নয়ন ফাইনান্স করপোরেশন (এডিএফসি) প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর ১৯৫৭ সালে পাকিস্তান কৃষি ব্যাংক (এবিপি) নামে অপর একটি সংস্থার জন্ম হয় যা ১৯৫৮ সালের প্রথম থেকেই কাজ শুরু করে। ১৯৬১ সালে এ দুটি রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে একত্রীভূত করে পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবিপি) নামে আরেকটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়, যা বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার সময় পর্যন্ত এ নামে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটলে পাকিস্তান কৃষি উন্নয়ন ব্যাংককে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক নামে অভিহিত করা হয়। পরে ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির ২৭নং আদেশ বলে এ ব্যাংকের নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (বিকেবি)। ব্যাংকের নামকরণের মধ্যেই খুজে পাওয়া যায় এর উদ্দেশ্য ও কার্যপরিধি। ব্যাংকের অধ্যাদেশ অনুযায়ী যদিও ব্যাংকের কার্য পরিধিতে ব্যবসায়িক দৃষ্টি ভঙ্গি অবলম্বন করে থাকে তথাপি কৃষক এবং শহর ও গ্রামীন এলাকায় কুটির শিল্প ও তৎসংশ্লিষ্ট শিল্পে নিয়োজিত ব্যক্তি বর্গের ঋনের চাহিদা পুরনই এ ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য। পরিচালনা পর্ষদ ব্যাংকের ব্যবসা পরিচালনায় বর্গা চাষী, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের ঋণের প্রয়োজনীয়তার উপর যথাসম্ভব গুওত্ব আরোপ করে আসছেন। সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত নির্দেশাবলী ব্যাংকের নীতি নির্ধারনের মূল ভূমিকা পালন করে।

বন্যা খরা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টিসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর পরই কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছে ব্যাংকটি। প্রদান করেছে তাদেরকে আর্থিক সহায়তা। এ দেশে বার বার সরকার পরিবর্তন হয়েছে, প্রত্যেক সরকারই কৃষি ব্যাংকের গুরুত্ব অনুধাবন করে গ্রাম বাংলার কৃষককুলের ভাগ্যোন্নয়নে কৃষি ব্যাংককে দায়িত্ব প্রদান করেছেন। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক যখন যে দায়িত্ব পেয়েছে তখন তা যথাযথভাবে পালনে সচেষ্ট ছিল।

আজ আমরা যদি কৃষি উন্নয়নের দিকে তাকাই তবে কৃষি ব্যাংকের অবদানকে কোন অবস্থায়ই খাটো করে দেখার অবকাশ থাকে না। এর প্রমান পাওয়া যাবে কৃষি খামারের দিকে তাকালে, মাঠে যখন দেখা যায় সবুজের সমারোহ, পাশেই দেখা যাবে পাওয়ার পাম্প, অগভীর নলকুপ আবার কোথাও বা গভীর নলকুপ। এদের বেশীর ভাগই স্থাপিত হয়েছে কৃষি ব্যাংকের ঋনে।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এর (রাজশাহী বিভাগ বাদে) ৮টি বিভাগীয় কার্যালয়, ৫টি বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, ৫১টি মূখ্য আঞ্চলিক/আঞ্চলিক কার্যালয়, ৫১টি আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়, জেলা, থানা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ব্যাংকের মোট ৯৩০টি শাখা রয়েছে। এর মধ্যে ২৮টি শাখা নগরে (সিলেট ও বরিশালসহ) ৪৯টি শাখা জেলা শহরে, ২৯৭টি শাখা থানা সদরে এবং ৪৮০টি ইউনিয়ন পর্যায়ে অবস্থিত। ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে ২৮টি বিভাগ, ৪টি মহাবিভাগ এবং ১টি ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট রয়েছে।

এ সকল অফিসকে সম্পৃক্ত করে ব্যাংকটি সমগ্র বাংলাদেশে (রাজশাহী বিভাগ বাদে) এর ব্যবসায়িক কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ব্যবসায়িক পরিচালন সম্পৃক্ত কতিপয় তথ্য ***পরিশিষ্ট-'III'-তে*** উপস্থাপন করা হলো। উক্ত ছক পর্যালোচনায় দেখা যায় কৃষি ব্যাংকের বর্তমানে অনুমোদিত মুলধন, পরিশোধিত মূলধন এবং রিজার্ভ এর পরিমান যথাক্রমে ২০০.০০ কোটি, ১০০.০০ কোটি এবং ৮২.০০ কোটি টাকা।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মাঠ পর্যায়ের বিভাগওয়ারী মূখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক কার্যালয়, শাখার এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীর পরিসংখ্যান নিম্নে ***ছক "ঙ"-তে*** উপস্থাপন করা হলো।

১৯৯৮ সালে বন্যাত্তোর কৃষি পুনর্বাসনে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম/পদক্ষেপ

১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের শুরুতে দেশ এক নজিরবিহীন বন্যায় প্লাবিত হয়। দেশের প্রায় সকল এলাকাই বন্যা কবলিত হয়ে পড়ে। দারুনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশের কৃষি খাত এবং কৃষক। দেশ এবং বিদেশের

এক নজরে বিকেবি'র সর্বমোট মুখ্য/আঞ্চলিক ও শাখার বিভাগওয়ারী জনশক্তির পরিসংখ্যান

ক্রঃ	বিভাগের নাম	মুখ্য আঞ্চলিক /আঞ্চলিক কার্যালয়ের সংখ্যা	বিভাগওয়ারী শাখার সংখ্যা	বিভাগওয়ারী কর্মকর্তা/ কর্মচারীর সংখ্যা		মোট কর্মকর্তা/ কর্মচারী
				কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট
প্রধান কার্যালয়				৫৩০	২৮০	৮১০
০১।	*ঢাকা বিভাগ	৬টি	১০১টি	৭৭০	৮৮২	১৬৫২
০২।	চট্টগ্রাম বিভাগ	৬টি	১০০টি	৪১৭	৬১৩	১০৩০
০৩।	খুলনা বিভাগ	১০টি	১৪৯টি	৬৮৩	১০৪৬	১৭২৯
০৪।	সিলেট বিভাগ	৪টি	৯৩টি	৩২৪	৪৪৬	৭৭০
০৫।	বরিশাল বিভাগ	৬টি	১১৭টি	৩৯৭	৬৬৮	১০৬৫
০৬।	কুমিল্লা বিভাগ	৭টি	১৪১টি	৫২১	৯২৮	১৪৩৯
০৭।	ফরিদপুর বিভাগ	৫টি	৮৭টি	২৯৫	৪৪৮	৭৪৩
০৮।	ময়মনসিংহ বিভাগ	৭টি	১৪২টি	৬০৭	৮৯৯	১৫০৬
	মোট ঃ	৫১টি	৯৩০টি	৪৫৪৪	৬২১০	১০৭৫৪

• *ব্যাংকের মুখ্য শাখা তথা স্থানীয় মুখ্য কার্যালয়কে ঢাকা বিভাগের আওতায় অন্তর্ভূক্ত দেখানো হয়েছে।*

অনেকেই উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন এবং আর্ন্তজাতিক সংস্থা হতে এই মর্মে আশংকা করা হয়েছিল যে বাংলাদেশের প্রায় ২ কোটি লোক অনাহারে মারা যাবে, কিন্তু কৃষি পুনর্বাসন কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশকে একটি সম্ভাব্য বিপর্যয়ের হাত হতে রক্ষায় কৃষি ব্যাংক সবচেয়ে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে। বন্যায় কৃষকগন সর্বশান্ত হয়ে পড়ায় বন্যা পরবর্তী সময়ে ফসল উৎপাদনের জন্য বীজ, সার, গবাদি পশু, সেচ/খামার যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ক্রয়ে তাদের সামর্থ্য ছিলনা। কিন্তু গত প্রলয়ংকারী বন্যার পর কৃষি ব্যাংক থেকে কৃষকগন দ্রুত এবং সময় মত প্রয়োজনীয় ঋণ পাওয়ায় পরবর্তী ফসল উৎপাদনে উদ্বুদ্ধ হয় এবং নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেশকে বাম্পার ফলন উপহার দেয়। এর ফলে খাদ্য

শস্যসহ সকল নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য স্থিতিশীল থাকে। কৃষি ব্যাংকের বন্যাত্তোর ঋণ বিতরণে অর্জিত সাফল্য বিভিন্ন ফোরাম/সভায় আলোচিত এবং প্রশংসিত হয়। সুতরাং এ কথা সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে, বন্যাত্তোর কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রম দেশের কৃষি অর্থনীতিতে কৃষি ব্যাংকের গ্রহনযোগ্যতা ও অপরিহার্যতা প্রতিষ্ঠিত করেছে। এরই ফলশ্রুতিতে সরকার কর্তৃক অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখার সম্প্রসারণের উপর নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখলেও কৃষি ব্যাংকের উপর থেকে এই নিষেধাজ্ঞা উঠিয়ে নেয়া হয়।

নীচে ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছওে বন্যাত্তোর ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে ব্যাংকের গৃহীত পদক্ষেপসমূহ উপস্থাপন করা হলো ঃ

- ঋণ বিতরন লক্ষ্যমাত্রা ১১৫০.০০ কোটি টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৩৭৫.০০ কোটি টাকা পুনঃ নির্ধারণ করা হয়।
- স্বচ্ছ ও ত্রুটিমুক্তভাবে ঋণ বিতরণ নিশ্চিত করা হয়।
- কৃষক ভাইয়েরা যাতে বিনা হয়রানীতে এবং দ্রুত ঋণ পান সে ব্যাপারে ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ রেডিও, টিভি, সংবাদপত্র, পোষ্টার, লিফলেট প্রভৃতির মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়।
- অধিক হারে নতুন ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ কর্মসূচীর আওতায় আনার ব্যবস্থা করা হয়।
- বর্গাচাষী প্রান্তিক চাষীদের ঋণ বিতরণ পদ্ধতি সহজীকরণ করে অধিক সংখ্যক বর্গাচাষীকে ঋণ কর্মসূচীর আওতায় আনা হয়।
- ঋণ বিতরণের সুষ্ঠু তদারকী করার জন্য ২৬২টি ভ্রাম্যমান তদারকী দল গঠন করা হয়।
- ব্যাংকের ৭২০টি গ্রামীন শাখা ছাড়াও ৯৬৪টি বুথের মাধ্যমে কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনার ব্যবস্থা করা হয়।
- বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সুবিধার্থে ১৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত কৃষি ঋণ পুনঃ তফসিল করে পুনরায় ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হয়।
- প্রধান কার্যালয়ে বিশেষ অভিযোগ কেন্দ্র ও বিভাগীয় কার্যালয় সমূহে অভিযোগ কেন্দ্র স্থাপনের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা নেয়া হয়।
- ঋণ বিতরণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগনকের ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা হয়।
- প্রধান কার্যালয়ে গঠিত ঠাস্ক ফোর্স ঋণ বিতরণ, আদায় ও আমানত সংগ্রহ কার্যক্রম তদারক করার জন্য নিয়মিতভাবে ভ্রমন করে।
- সর্বোপরি ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সার্বিক তত্বাবধানে প্রধান কার্যালয় থেকে ঋণ বিতরণ, ঋণ আদায় ও আমানত সংগ্রহ কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা হয়।

উপরোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহনের ফলে ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছওে বন্যাত্তোর কৃষি পুনর্বাসন তথা কৃষি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে ব্যাংক অভুতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরেও ব্যাংকের মুখ্য খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণের বিবরণী নিচে ছক-"চ"-তে উপস্থাপন করা হলোঃ

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে বন্যাত্তোর কৃষি ঋণ বিতরণ কার্যক্রমের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো অধিক সংখ্যক বর্গা/প্রান্তিক চাষী ও নতুন ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ কর্মসূচীর আওতায় আনা। নীচে ১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে বর্গাচাষী ও নতুন ঋণ গ্রহীতার মধ্যে ঋণ বিতরণের পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো ঃ

১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরের খাত ভিত্তিক ঋণ বিতরণ

ক্রঃনং	খাতের নাম	বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	শতকরা হার
১	শস্য ঋণ	৬৮১.৫৬	৮১১.৬৩	১১৯%
২	ছা উৎপাদন	১৯৩.৪৪	১৮৩.৬৫	৯৫%
৩	হিমাগাওে আলু সংরক্ষণ	৩৬.৩২	৪৯.৮৪	১৩৭%
৪	মৎস্য সম্পদ (চাষ ও প্রক্রিয়াকরণ	১৯.৯৪	১১.৪৭	৫৮%
৫	পশু সম্পদ (পোল্ট্রি ও ডাকারীসহ)	৫৯.৭৭	৬৬.৩৪	১১১%
৬	সেচ ও খামার যন্ত্রপাতি	১০.৯০	৩.৩০	৩০%
৭	আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড	১৮৫.০০	১৩৭.২৩	৭৪%
৮	চলতি মূলধন/বাণিজ্যিক/রপ্তানী ঋণ	১২৬.২২	১১৯.৪৯	৯৫%
৯	কৃষি ভিত্তিক শিল্প/প্রকল্প	৩০.৬৭	৯.০৯	৩০%
১০	অন্যান্য	৩১.১৮	১৯৮.২০	৬৩৬%
	মোট ঃ	১৩৭৫.০০	১৫৯০.২৩	১১৬%

১৯৯৮ সনে বন্যাত্তোর কৃষি পুনর্বাসনে এবং দেশকে একটি সম্ভাব্য বিপর্যয়ের কবল থেকে রক্ষা করার পিছনে কৃষি ব্যাংকের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ফসল উৎপাদন, গবাদিপশু, সেচ/খামার যন্ত্রপাতি, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগী/গাভীর খামার, আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড প্রভৃতি খাতে চাহিদানুযায়ী ঋণ বিতরণ করা

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ	কার্যক্রম	সংখ্যাটাকার	পরিমান
১	বর্গচাষী ঋণ বিতরণ	৮২৩০৭	৫৮.৬৩
২	নতুন ঋণ গ্রহীতাদেও ঋণ বিতরণ	৭০২১৪৩	৭৩.৭.২৫
৩	পুরাতন ঋণ গ্রহীতাদেও পুনঃ ঋণ বিতরণ	৫৫৩৩৪২	৮৫২.৯৮
৪	মোট ঋণ বিতরণ (২+৩)	১২৫৫৪৮৫	১৫৯০.২৩

সূত্র ঃ শাখা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা (২০০৪)

হয়েছে। এ কারণে বন্যা পরবর্তী সময়ে ধানসহ প্রধান প্রধান কৃষিজাত দ্রব্যের আশানুরুপ উৎপাদন হওয়াতে বন্যাত্তোরকালে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রবাদি দুস্প্রাপ্য হয়ে জনগনের ক্রয় ক্ষতার বাইরে চলে যাবে মর্মে যে আশংকা করা হয়েছিল তা অমুলক প্রতিপন্ন হয়েছে। দেশে চালের মূল্য স্থিতিশীল থেকেছে এবং বাজারে শাক-সব্জি, ডিম, দুধ ইত্যাদির সরবরাহ পর্যাপ্ত পরিমানে থেকেছে। কৃষকের ঘরে স্বচ্ছলতা ফিরে এসেছে। ইতোমধ্যে অর্থ বছর প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। তবুও অর্থনীতির এই অনুকুল পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে ঐ স্বল্প সময়ের জন্যই ব্যাংকের ঋণ আদায় ও আমানত সংগ্রহ অভিযান জোরদার করা হয়। অর্থ বছরের শেষ দুই মাসের ব্যাংকের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ও নিরীক্ষা কর্মসূচীকে স্থগিত করে উক্ত কাজে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে কাজে লাগানো হয়। ঋণ আদায় কার্যক্রমকে সাফল্যমন্ডিত করার লক্ষ্যে ঐ স্বল্পতম সময়ে সর্বাত্মক প্রচেস্টার ফলে ব্যাংক এই প্রথমবারের মত ঋণ আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ১০০% এর বেশী অর্জন করতে সক্ষম হয় এবং আমানত সংগ্রহেও বিগত বছরের তুলনায় সর্বোচ্চ সাফল্য অর্জন করে।

১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছরে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক বন্যাজনিত কারণে পূর্ববর্তী বছর অপেক্ষা অতিরিক্ত যে পরিমান ঋণ বরাদ্দ ও বিতরণ করেছে তার তূলনামূলক চিত্র নিম্নে **ছক 'ছ'-তে** উপস্থাপন করা হলো ।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কৃষি ব্যাংকের কার্য্যক্রমের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, এর উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে সচেষ্ট রয়েছে । সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ব্যাংকের নেতৃত্ব এবং পরিচালন কর্মকান্ডের গুনগত মানের ব্যাপক

(কোটি টাকায়)

ঋণ বিতরণ			
সাল	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	অর্জনের হার
১৯৯৭-৯৮	৮৫০.০০	১০০০.০০	৮৫.০০%
১৯৯৮-৯৯	১৩৭৫.০০	১৫৯০.২৩	১১৬.০০%
বর্ধিত ঋণ	৩৭৫.০০	৭৪০.৮১	
প্রবৃদ্ধির হার	৩৭%	৮৭%	

সূত্র ঃ শাখা নিয়ন্ত্রন বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (২০০৪)

পরিবর্তন সাধিত হয়েছে । ফলশ্রুতিতে বিগত সকল সময়ের রেকর্ড ভংগ করে সাম্প্রতিক সময়ে ঋণ বিতরণ, ঋণ আদায় ও আমানত সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যাংক উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছে । এই সাফল্য পরিমানগত ভাবে এবং লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে উভয় দিক দিয়ে অর্জিত হয়েছে । নিম্নে বিগত পাঁচ বছরের ঋণ বিতরণ, আদায় এবং আমানত সংগ্রহে ব্যাংকের অর্জিত সাফল্যের চিত্র যথাক্রমে **ছক-'R', 'S, 'T'**-তে এবং স্বাধীনতার পর থেকে হাল সন পর্যন্ত (১৯৭১-৭২ থেকে ২০০৩-২০০৪) ঋণ বিতরণ, ঋণ আদায়, আমানত স্থিতি, মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ এবং অনাদায়ী ঋণের হার ***পরিশিষ্ট-IV- তে*** উপস্থাপন করা হলো ।

ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

- দ্রুত ও ত্রুটিমূক্তভাবে কৃষি ঋণ বিতরণের পদক্ষেপ গ্রহণ ।
- কৃষি ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়া সহজীকরণ ।

ঋণ বিতরণ পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

বছর	লক্ষ্যমাত্রা		অর্জনশতকরা হার
১৯৯৯-২০০০	১৪৫০.০০	১৫৩৯.৩৮ (-৩.১৯)	১০৬%
২০০০-০১	১৫৩৮.৯৭	১৭৮২.৩৬ (১৫.৭৮)	১১৬%
২০০১-০২	১৬০০.০০	১৫৬৩.১৮ (-১২.৩০)	৯৮%
২০০২-০৩	১৬০০.০০	১৬৬৮.৬৭ (৬.৭৪)	১০৪%
২০০৩-০৪	১৯০০.০০	১৯৬৪.১৪ (১৭.৭০)	১০৩%

●বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা পূর্ববর্তী বছর অপেক্ষা ঐ বছরের বৃদ্ধির শতকরা হার নির্দেশ করে।

- দ্রুত ও সরাসরি চাষী ভাইদের কাছে ঋণের অর্থ পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা ।
- বর্গাচাষীদের /প্রান্তিক চাষীদের কৃষি ঋণ কর্মসূচীর আওতায় আনয়ন ।
- সুষ্ঠু ঋণ বিতরণ তদারকীর জন্য নিয়ন্ত্রনকারী কার্যালয়সমূহের কর্মকর্তাদের নিয়ে ভ্রাম্যমান তদারকী দল গঠন ।
- ব্যাংকের শাখা ছাড়াও বুথের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা
- কৃষি ঋণ দ্রুত পুনঃ তফসিল করে পুনঃ ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ ।
- প্রধান কার্যালয়ে গঠিত বিশেষ অভিযোগ কেন্দ্র এবং বিভাগীয় কার্যালয়সমূহের অভিযোগ কেন্দ্রের মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ বিতরণ সংক্রান্ত অভিযোগ দ্রুত নিস্পত্তির ব্যবস্থা নেয়া ।

ঋণ আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

অর্থ বছর	*লক্ষ্যমাত্রা*	*অর্জন*	*শতকরা হার*
১৯৯৯-০০	১৩০০.০০	১৫১৯.৬৪ (৩৫.৮৭)	১১৭%
২০০০-০১	১৪০০.০০	১৬৬১.৬১ (৯.৩৪)	১১৯%
২০০১-০২	১৫০০.০০	১৭৩২.৩০ (৪.২৫)	১১৫%
২০০২-০৩	১৭০০.০০	১৯২০.৩৪ (১০.৮৫)	১১৩%
২০০৩-০৪	১৬০০.০০	১৪৬৫.৭৫ (-২৩.৬৭)	৯২%

ঋণ আদায় কার্যক্রমের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ

- ঋণ আদায় কলাকৌশল সম্পর্কিত নির্দেশনা জারী করা ।
- ঋণ আদায় কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে পাক্ষিক ভিত্তিতে ঋণ আদায়ের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া ।
- ঋণ বিতরণের পাশাপাশি ঋণ আদায়ের উপর সমান গুরুত্বারোপ করে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের স্বাক্ষরে শাখা ব্যবস্থাপকদেরকে ডি,ও পত্র প্রেরণ করা ।
- ঋণ পরিশোধে ঋণ গ্রহীতাদেরকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক প্রচারণা চালানোর জন্য শ্লোগান সম্বলিত পোষ্টার ও লিফলেট ছাপানো ও বিলির ব্যবস্থা করা ।
- ঋণ আদায় কার্যক্রমে সাফল্য অর্জনের জন্য অধিক হারে ঋণ আদায় ক্যাম্পও গ্রাহক সমাবেশের আয়োজন করা ।
- স্থানীয় প্রশাসন, যেমন- জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ইউপি চেয়ারম্যান/ মেম্বারদের সহায়তা গ্রহণ করে ঋণ আদায়ের ব্যবস্থা নেয়া ।
- ঋণ খেলাপকারীদের সাথে ঘন ঘন ব্যক্তিগত যোগাযোগ করা ।

- ঋণ আদায়ের অগ্রগতি নিয়মিত ও নিবিড়ভাবে পরিধারণের ব্যবস্থা নেয়া ।
- ঋণ আদায়ের ব্যাপারে সহযোগীতা করার জন্য সংস্থাপন মন্ত্রনালয় থেকে জেলা প্রশাসকদের পত্র দেয়ার উদ্যোগ নেয়া ।
- ঋণ আদায়ের জন্য গৃহীত মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম নিয়মিত তদারকী করার জন্য প্রধান কার্যালয়ের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে টাস্ক ফোর্স গঠন করে তাদের মধ্যে অঞ্চল বন্টন করে দিয়ে মাঠে প্রেরণ করা ।
- ঋণ আদায় কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার জন্য ৺বিশেষ ঋণ আদায় ক্রাশ প্রোগ্রামচ চালু করা ।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের বিগত ৫ বছরের বছর ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাসিত ঋণের ও প্রভিশনের বিবরণ ***পরিশিষ্ট- V-তে*** এবং অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়ের এবং নিস্পত্তির মাধ্যমে ঋণ আদায়ের পরিসংখ্যান ***পরিশিষ্ট-VI***-তে দেখানো হলো ।

আমানত সংগ্রহ পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

বছর	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	শতকরা হার
১৯৯৯-০০	৪০০.০০	৭৫০.৩৯	১৮৮%
		(১১৪.৫৭)	
২০০০-০১	৪৫০.০০	৭২৬.২৫	১৬১%
		(-৩.২২)	
২০০১-০২	৫৫০.০০	১৫৪.২৩	২৮%
		(-৭৮.৭৬)	
২০০২-০৩	৪০০.০০	৪২০.৯৩	১০৫%
		(১৭২.৯২)	
২০০৩-০৪	৪৫০.০০	৫১০.৫৮	১৩৩%
		(২১.৩০)	

** বন্ধনীর ভিরের সংখ্যা পূর্ববর্তী বছর অপেক্ষা ঐ বছরের বৃদ্ধির শতকরা হার নির্দেশ করে।*

আমানত সংগ্রহ কার্যক্রম জোরদার করার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ

- গ্রাহক সেবার মান উন্নয়নের ব্যবস্থা করা ।
- শাখার আওতাধীন আমানতকারী ও সম্ভাব্য আমানতকারীদের তালিকা প্রণয়ন করে তাদের সাথে নিয়মিতভাবে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপন ।
- প্রতি শাখায় ডিপোজিট ডেভেলপমেন্ট নথি সংরক্ষণ ।
- পল্লী অঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আমানত সংগ্রহ অভিযান জোরদারকরণ ।
- শাখার আওতাধীন বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের ঠিকানা সংগ্রহ করে তাদের সাথে পত্র যোগাযোগ করা ।
- নতুন আমানত সংগ্রহ অভিযান জোরদারকরণ ।
- নিয়ন্ত্রণকারী কার্যালয়সমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে আমানত সংগ্রহ লক্ষ্যমাত্রা প্রদান ।

ঋণ বিতরণের ছক পর্যালোচনায় দেখা যায় কৃষি খাতে প্রতি বছরই ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে যা গ্রামীন অর্থনীতিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের পথ সুগম হওয়াসহ কৃষকদের আয় বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়তা দান করেছে।

ব্যাংক অন্যদিকে অধিক হারে ঋণ আদায় ও আমানত সংগ্রহের মাধ্যমে ব্যাংকের তারল্য সংকট মোকাবিলা সহ মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পুনঃ ঋণ প্রদানের জন্য তহবিলের যোগান দিতে সক্ষম হয়েছে।

কৃষি ঋণ বিতরণে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক **১০টি** খাতকে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চি?হ্নত করে এগুলিকে বিশেষ গুরুত্বারোপ করে ঋণ বিতরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখেছে। কৃষি ক্ষেত্রের প্রতিটি খাতকে প্রাধান্য না দেয়া হলে সুষম কৃষি উন্নয়ন সম্ভব হয় না। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক বিগত ছয় বছরে অগ্রাধিকার ভিত্তিক খাতগুলিতে যে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে তার বছর ওয়ারী চিত্র নিম্নে **QK'ট'-তে** উপস্থাপন করা হলো।

বিগত ছয় বছরে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের খাতভিত্তিক বিনিয়োগের চিত্র

(কোটি টাকা)

অর্থ বছর	শষ্য	মৎস্য	পশু সম্ভদ	সেচ ও খামার যন্ত্রপাতি	কৃষি ভিত্তিক শিল্প	চলমান ঋণ কর্মসূচী	দারিদ্র বিমোচন	অন্যান্য	মোট বিনিয়োগ
৯৮-৯৯	৯৮৭.৯৮	১০.২৬	৬২.৬৯	৩.২১	১৫.৩৫	১৭৪.৫৮	১৩৬.৬৪	১৯৯.৫২	১৫৯০.২৩
৯৯-০০	৮৪৭.৯৪	১০.২৮	৩৭.৯৭	২.৮৩	২২.০৭	২১৬.৬২	১২৪.৮১	২৭৬.৮৬	১৫৩৯.৩৮
০০-০১	৯৯৫.৬০	১৫.৫৮	৩৯.৮৮	২.৮৯	১১.৭২	২৯০.৮৪	১২০.০১	৩০৫.৮৪	১৭৮২.৩৬
০১-০২	৮৫৯.২৫	১২.৭৯	৩৫.৯২	৪.৪৮	৩০.১৬	২৯১.৯৩	৮৪.৮১	২৪৩.৮৪	১৫৬৩.১৮
০২-০৩	৯৭২.২৫	৩৬.৬২	৯২.৮৬	৭.৬৩	৬৩.৩২	২৫৩.৬৯	৮২.৫৬	১৫৯.৭৪	১৬৬৮.৬৭
০৩-০৪	১০২৪.২৭	৭০.০০	১৫২.৪১	১৩.৮৮	৭১.৬১	৪১৩.৫৯	৬৮.১৬	১৫০.২২	১৯৬৪.১৪

সূত্র ঃ শাখা উন্নয়ন বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

উক্ত ছক পর্যালোচনায় দেখা যায় বংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রতিটি খাতেই উল্লেখযোগ্য পরিমানে ঋণ বিতরণ করেছে এবং প্রতি বছরই ঋণ প্রবাহের হার বৃদ্ধি পেয়েছে বিশেষ করে শষ্য, মৎস্য, পশুপালন, সেচ যন্ত্রপাতি, খামার যন্ত্রপাতি ও কৃষি ভিত্তিক শিল্পে বিনিয়োগের হার উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মৎস্য ও পশু সম্পদ খাতে বিনিয়োগের পরিমান প্রায় দ্বিগুন হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেকেই হয়তো অবগত আছেন যে, বিগত কয়েক বছরে পোলট্রি খাতের যথেষ্ট সম্প্র্রসারণ হয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। পোলট্রি খাতে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের বিগত ৫ বছরের ঋণ কার্যক্রমের চিত্র নিম্নোক্ত ***ছক ‶ঠচ-তে*** উপস্থাপন করা হলো।

১৯৯৯-২০০০ হতে ২০০৩-২০০৪ সাল পর্যন্ড় বিগত ৫ বছরে প্রোল্ট্রি খাতে বিকেবি এর ঋণ কার্যক্রম

অর্থ বছর	বিতরণ	বর্ধিত অংকের হার	আদায় (পরিমান)	মেয়াদোত্তীর্ণ (পরিমান)	মোট অনাদায়ী ঋণ		মাট অনাদায়ী ঋণের সাথে মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের শতকরা হার%	
		সংখ্যা	পরিমান*		সংখ্যা	পরিমান		
১৯৯৯-০০	১৬৮	৫.৪৩	-	৪.৯৮	২.৩৬	১৭৪২	৭৬.৬৫	৩৬
২০০০-০১	৩৪৭	৮.৯৩	৩.৫০ (৬৪)	৫.৩৬	২৫.১১	২০৪৫	৮৫.২৪	২৯
২০০১-০২	২৪০	৯.৬৬	০.৭৩ (.০৮)	৬.৪৫	১৯.৪৮	২১০০	৯৪.২৭	২১
২০০২-০৩	৬০৭	১১.৮৭	২.২১ (২২)	১২.৭৪	২৩.১৫	২৭৩৮	১০৩.১	২২
২০০৩-০৪	১৮৮৫	১৪.২১	২.৩৪ (১৮)	১০.৩৭	২০.২৪	৪০৪৭	১১২.৮৬	১৮

** ব্রাকেটের ভিতরের সংখ্যা পূর্ববর্তী বৎসরের সাথে ঋণ বিতরণের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার নির্দেশ করছে।*

পাদটীকা

১। উক্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক পোল্ট্রি খাতকে একটি অগ্রাধিকার খাত হিসাবে চিহ্নিত করে প্রতি বছরের উক্ত খাতে ঋণ প্রবাহ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করেছে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা ছিল ১৭৪২ জন যার বিপরীতে টাকার পরিমান ছিল ৭৬.৬৫ কোটি। ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরে ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪০৪৭ জনে যার বিপরীতে টাকার পরিমান দাঁড়িয়েছে ১১২.৮৬ কোটি টাকায়।

২। অনাদায়ী ঋণের তুলনায় মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের হার ক্রমশঃহ্রাস পেয়েছে। ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছরে এ হার ছিল ৩৬% যা ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরে ১৮% এ নেমে আসে।

মাইক্রো ক্রেডিটের আওতায় দারিদ্র বিমোচনে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক গতানুগতিক ভাবে যাদের চাষযোগ্য জমি আছে এমন কৃষকদেরকে জামানত বিহীন শস্য উৎপাদন ঋণসহ জামানতের বিপরীতে হালের বলদ, সেচযন্ত্র, খামার যন্ত্রপাতি, প্রকল্প ঋণ ও অন্যান্য খাতে ঋণ প্রদান করে থাকে। দেশের ভুমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের কথা চিন্তা করে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক মাইক্রো ক্রেডিটের আওতায় দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে হত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রেখে আসছে। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এ যাবত ২৩টি দারিদ্র বিমোচন ঋণ কর্মসূচীর বাস্তবায়ন করেছে। কর্মসূচী ভিত্তিক ঋণের পরিসংখ্যান ***পরিশিষ্ট 'VII'***-তে উপস্থাপন করা হলো।

উক্ত ছক পর্যালোচনায় দেখা যায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ২৩টি দারিদ্র বিমোচন ঋণ কর্মসূচীর আওতায় প্রায় ১৪.০০ লক্ষ ভুমিহীন ও প্রান্তিক চাষীকে ৯৮৩.৭০ কোটি টাকা অর্থায়ন করেছে (যারা কৃষি

ব্যাংকের গতানুগতিক ঋণ প্রক্রিয়ার আওতায় ঋণ সুবিধা পেত না)। ক্রমপুঞ্জিভুত টাকা ৯৮৩.৭০ কোটি বিতরণকৃত ঋণের বিপরীতে এযাবৎ ৮৫৫.৩২ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত খাতে ৪.৩৫ লক্ষ সুবিধা ভোগীর নিকট ৩২১.৮১ লক্ষ টাকা ঋণ স্থিতি পাওনা আছে। আদায়ের হার দাড়িয়েছে ৮৫% এ। ২৩টি বাস্তবায়িত কর্মসূচীর মধ্যে বর্তমানে ১৩টি চালু রয়েছে (১০টির মেয়াদ সমাপ্ত হয়েছে) যার বিপরীতে প্রায় ৪.০০ লক্ষ দরিদ্র ঋণ গ্রহীতার নিকট প্রায় ৩.০০ কোটি টাকা অনাদায়ী ঋণের স্থিতি পাওনা রয়েছে। এটা লক্ষ্যনীয় যে দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীর আওতায় ঋণ আদায়ের হার সন্তোষজনক।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের বিগত তিন বছরের লাভ লোকসানের চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের বিগত তিন বছরের লাভ-লোকসানের চিত্র

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	*অর্থ বছর*	*লাভ(+)/লোকসান (-)*
১	২০০১-২০০২	(-) ১৯২.০৭
২	২০০২-২০০৩	(-) ১৩৩.২৮
৩	২০০৩-২০০৪	(-)১৪০.৭৬

● ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের পূর্বের বছরের চেয়ে ৫৮.৬৯ কোটি টাকা লোকসান কমেছে।

২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ১০% মহার্ঘ ভাতা প্রদান এবং ঋণের উপর সুদের হার কমানোর ফলে লোকসান কিছুটা বৃদ্ধি পায় ঃ

২০০৪ সালের বন্যাত্তোর দূর্যোগ মোকাবিলায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের গৃহীত কার্যক্রম ও এর পর্যালোচনা

২০০৪ সালে বন্যায় দেশের ৪৬টি জেলা ক্ষতি-গ্রস্থ হয়েছে। বন্যার পর পরই বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক বন্যাত্তোর কৃষি পুনর্বাসন কার্যক্রমে অংশ গ্রহনের নিমিত্তে তাৎক্ষনিকভাবে সারা দেশ থেকে ক্ষয়ক্ষতির তথ্য সংগ্রহ পূর্বক ঋণ কর্মসূচী প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের রুপরেখা প্রণয়ন করেছে। নিম্নে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ক্ষতিগ্রস্থ ইউনিয়ন, ঋণ গ্রহীতাদের পরিসংখ্যান **ছক "ড"**- এবং ২০০৩-২০০৪ এবং ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের খাত ভিত্তিক ঋণের বরাদ্দ ও অগ্রগতির দিক ছক-**'ঢ'তে** উপস্থাপন করা হলো।

বন্যা উত্তর কৃষি ঋণ বিতরণ কর্মসূচী/পুনর্বাসন সংক্রা-ড় তথ্য

* বন্যা উত্তর কর্মসূচীর আওতাধীন শাখার সংখ্যা	ঃ	৫৬৯*
বন্যা উত্তর কর্মসূচীর আওতাধীন ইউনিয়নের সংখ্যা	ঃ	২১৫৯*
বন্যা উত্তর কর্মসূচীর আওতাধীন উপজেলার সংখ্যা	ঃ	২১৯*
ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক পরিবারের সংখ্যা	ঃ	১১৭৮৭৪৫*
ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক পরিবারের ঋণের পরিমান	ঃ	১৮৩৩.৬৫ কোটি*
ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের মধ্যে ঋণ বিতরণ (সেপ্টেম্বর/০৪ পর্যন্ত) সংখ্যা	ঃ	৮২৬৪১*
ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের মধ্যে ঋণ বিতরণ (সেপ্টম্বর/০৪ পর্যন্ত) পরিমান	ঃ	১১৫.২৯ কোটি
* বন্যা উত্তর কর্মসূচীর আওতাধীন পুনঃতফসিলকৃত ঋণের সংখ্যা	ঃ	২৫১৫১৪
* বন্যা উত্তর কর্মসূচীর আওতাধীন পুনঃতফসিলকৃত ঋণের পরিমান	ঃ	৩৪৪.৬৫ কোটি

সূত্রঃ শাখা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।

২০০৩-২০০৪ এবং ২০০৪-২০০৫ অর্থ বছরে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের খাত ভিত্তিক ঋণের বরাদ্দ এবং অগ্রগতি চিত্র

ক্রমিক	খাতের নাম	২০০৩-২০০৪			২০০৪-২০০৫		
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	%	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	%
১।	শস্য ঋণ	১১১০.০০	১০২৪.২৭	৯২%	১৩০০.০০	২০৭.৮৫	১৬%
২।	মৎস্য চাষ	৮৫.০০	৭০.০০	৮২৫	১৫০.০০	১৫.০৩	১০%
৩।	পশু সম্ভদ	১৮৫.০০	১৫২.৪১	৮২%	২৫০.০০	৪৭.১১	৯%
৪।	খামার যন্ত্রপাতি	২০.০০	১৩.৮৮	৬৯%	৩০.০০	২.৮৬	১০%
৫।	কৃষি ভিত্তিক শিল্প	১০০.০০	৭১.৬১	৭২%	৩৫০.০০	৬১.০২	১৭%
৬।	চলমান ঋণ	২৭৫.০০	৪১৩.৫৯	১৫০%	২০০.০০	১৫৪.৮৪	৭৭%
৭।	আর্থ সামাজিক কর্মকান্ড	১০০.০০	৬৮.১৬	৬৮%	১০০.০০	১৪.৬৯	১৫%
৮।	অন্যান্য	২৫.০০	১৫০.২২	৬০০%	২০.০০	৪৫.০৩	২২৫%
	মোট	১৯০০.০০	১৯৬৪.১৪	১০৩%	২৪০০.০০	৫৪৮.৪৯	২৩%

সূত্র ঃ শাখা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

উপরোক্ত ক্ষয়ক্ষতি এবং দেশের কৃষকদের ঋণের চাহিদা নিরুপন পূর্বক সর্বকালের রেকর্ড ছাড়িয়ে ২৪০০.০০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। তাছাড়া অন্যান্য যে সকল দিক নির্দেশনা মাঠ পর্যায়ে জারী করা হয়েছে তা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

বন্যা-উত্তর কৃষি ঋণ কার্যক্রম সংক্রান্ড় দিক নির্দেশনা সমূহ

- ২০০৪ সালে সংঘটিত বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলে বন্যা-পরবর্তী সময়ে কৃষি ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত কৃষি ঋণের আদায় কার্যক্রম পরবর্তী এক বছরের জন্য স্থগিত করা হয়।
- সকল অনাদায়ী ও আদায়যোগ্য পাওনা (খেলাপী কৃষি ঋণসহ) পরবর্তী এক বৎসরের জন্য পুনঃতফসিল করা হবে এবং এক্ষেত্রে খেলাপী কৃষি ঋণ গ্রহীতাগণ কর্তৃক উড়হিঢ়ধুসবহঃ প্রদানের শর্ত শিথিল করা হবে।
- উক্তরুপে পুনঃতফসিলীকৃত ঋণের বিপরীতে ইতোমধ্যে দায়েরকৃত সার্টিফিকেট মামলা ও পরবর্তী এক বৎসরের মধ্যে দায়েরযোগ্য নতুন সার্টিফিকেট মামলার কার্যক্রম এক বৎসরের জন্য স্থগিত করা হবে।
- সকল প্রকার নিলাম জারী বন্ধ রাখার জন্য মাননীয় আদালতকে অনুরোধ জানাতে হবে।
- বন্যা-পরবর্তী সময়ে উপদ্রুত অঞ্চলে প্রকৃত চহিদা অনুযয়ী নতুন ঋণ বিতরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- নতুন ঋণ সুবিধার আওতায় কৃষকগণ যাতে দ্রুততম সময়ে ঋণ সুবিধা পেতে পারেন ও কোনরুপ হয়রানির শিকার না হন সেলক্ষ্যে কৃষি ব্যাংকসমূহ তাদের সকল পর্যায়ে ৩অভিযোগ ও ঋণ তদারকি সেলচ গঠন করে এবং বিষয়টি নিয়মিত মনিটর করা হচ্ছে।
- ঋণ বিতরণ কার্যক্রমে পর্যাপ্ত তহবিল সংগ্রহের লক্ষ্যে আমানত সংগ্রহ অভিযান জোরদার করা হয়েছে।
- সকল জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত জেলা ও উপজেলা কৃষি ঋণ কমিটির সভা আয়োজনের উদ্যোগ নেয়া হয়।

- শাখা ব্যবস্থাপক থেকে শুরু করে সর্বনিু পিয়ন পর্যন্ত সকলকে ব্যাংকের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল রেখে এমনভাবে বন্যা উত্তর ঋণ বিতরণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে যাতে বিগত ২/৩ বছরে প্রতিষ্ঠিত সেই ঋণ শৃংখলা অব্যাহত থাকে এবং ব্যাংকের উজ্জ্বল ভাবমূর্তি অক্ষুন্ন থাকে। এ নির্দেশ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
- সব ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ঋণ দেয়া হচ্ছে।
- যে সকল ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকের পূর্বের ঋণ রয়েছে তাদের ঋণ পুনঃতফসিল করে পুনরায় নিুরুপ নীতিমালার আওতায় ঋণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কৃষকদের আর্থিক দূরাবস্থা লাঘবের নিমিত্তে সম্প্রতি কৃষি ঋণের সুদের হার অনেকাংশে হ্রাস করেছে। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের বিভিন্ন খাতের বছর ভিত্তিক সুদের হার ***পরিশিষ্ট-VIII*** **-তে** উপস্থাপন করা হলো।

উক্ত ছক পর্যালোচনায় দেখা যায় কৃষি ও কৃষি ভিত্তিক শিল্পে সর্বশেষ সুদের হার মাত্র ৮% এবং রপ্তানী ঋণের ক্ষেত্রে ৭% এবং চলতি মুলধন ঋণের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০ থেকে ১১% এ নির্ধারণ করা হয়েছে।

আউশ ধানের ক্ষেত্রে ঃ	পূর্বের গৃহীত ঋণের সর্বোচ্চ ৫০% ঋণ দেয়া যাবে।
বোরো/ শাকসব্জির ক্ষেত্রে ঃ	পূর্বের গৃহীত ঋণের সর্বোচ্চ ৫০% ঋণ দেয়া যাবে।
পুকুরে মৎস্য চাষের ক্ষেত্রে ঃ	পোনা, খাবার ও আনুসংগিক দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী স্ব-স্ব ব্যবসায়িক ক্ষমতার মধ্যে পুনঃ ঋণ বিবেচনা করা যাবে। পুনঃ ঋণ বিবেচনা কালে পূর্বের মঞ্জুরী সীমা অতিক্রম করা যাবে না। ঋণের পরিমান নিজ ব্যবসায়িক ক্ষমতা অতিক্রম করলে তা মঞ্জুরীর জন্য পরবর্তী মঞ্জুরীকারী কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করতে হবে।
মৎস্য খাতে প্রকল্প ঋণের ক্ষেত্রে ঃ	Case to case basis যাচাই করে ক্ষতিগ্রস্থদের পরিচালন ব্যয় হিসেবে প্রয়োজন অনুযায়ী স্ব স্ব ব্যবসায়িক ক্ষমতার মধ্যে পুনঃ ঋণ বিবেচনা করা যাবে।
প্রোল্ট্রি/ ডেইরী/ গোটারী ফার্মের ক্ষেত্রে ঃ	পুনঃ ঋণের প্রয়োজনীয় বিভাগীয় মহাব্যবস্থাপক Case to case basis সরেজমিনে যাচাই করে সিদ্ধান্ত দেবেন। প্রোল্ট্রি খামারের ক্ষেত্রে এক দিনের বাচ্চা ও তিন মাসের খাবার খরচ ঋণ হিসেবে বিবেচনা করা যাবে।
হালের বলদ/ ছাগল পালন/ গাভী পালন/ হাঁস মুরগীর ক্ষেত্রে ঃ	পুনঃ ঋণের চাহিদা যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করে শাখা ব্যবস্থাপক কর্তৃক বিবেচনা করা যাবে।
নার্সারী/ উদ্যান উন্নয়নের ক্ষেত্রে ঃ	ক্ষতিগ্রস্থ ঋণের ক্ষেত্রে যাচাই পূর্বক ঋণটি পুনঃ তফসিল করে পুনঃ ঋণ বিবেচনা করা যাবে।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের বর্তমান ব্যবস্থাপনা পূর্বের গতানুগতিক কৃষি ঋণ ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি কি কি নতুন উদ্যোগ গ্রহন করা যায় এ ব্যাপারে মননশীল চিন্তাভাবনা করে সম্প্রতি কতকগুলো নতুন innovative প্রকল্পে অর্থায়ন শুরু করেছে। নতুনভাবে গৃহীত বিশেষ কর্মসূচীগুলোর বর্ণনা উপস্থাপন করা হলো ঃ

(ক) ছাগল পালন কর্মসূচী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গৃহীত ছাগল-পালন জাতীয় কর্মসূচী অত্র ব্যাংক যথাযথ গুরুত্ব ও আন্ত রিকতার সাথে গ্রহণ করে। ছাগল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ছাগল পালন (রেয়ারিং) এবং ছাগলের

সেপ্টেম্বর/০৪ ভিত্তিক অর্থায়নকৃত খামারীর সংখ্যা	সেপ্টেম্বর/০৪ ভিত্তিক রেয়ারিং ও ব্রিডিং খামারে অর্থায়নের পরিমান
১৩৫১টি	১১.৮৮ কোটি টাকা

বংশবৃদ্ধি ও উন্নত জাতের ছাগল খামারীদের নিকট সহজলভ্য করার জন্য ব্রিডিং ফার্ম এ অর্থায়নের জন্য বিস্তারিত কর্মসূচী গ্রহণ করে তা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হয়। এ কর্মসূচীর হালনাগাদ অগ্রগতি নিম্নরূপ ঃ

(খ) বেকার যুবক ও যুব মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে যৌথ ঋণ কর্মসূচী

দেশের জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ যুবক ও যুব মহিলা শ্রেনীভুক্ত যার অধিকাংশই বেকার। যুব ও যুব মহিলাদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে তাদেরকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে যৌথভাবে একটি সমন্বিত কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। এ কর্মসূচীর আওতায় কৃষি ও কৃষি

ঋণ সুবিধার আওতাভুক্ত যুব সংখ্যা	টাকা
১৩৫১ জন	২.১১ কোটি টাকা

সূত্রঃ ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।

সম্পৃক্ত ৬টি ট্রেডে যথা- ছাগল পালন, মৎস্য চাষ, গরু মোটাতাজাকরণ, পোল্ট্রি খামার (লেয়ার ও ব্রয়লার) ও নার্সারী বিষয়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুবক ও যুব মহিলাদেরকে সহজ শর্তে জামানত বিহীন ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এ কর্মসূচীর সেপ্টেম্বর/২০০৪ পর্যন্ত অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

(গ) মাছ চাষের আধুনিক প্রযুক্তি হস্তান্তর ও চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউটের সাথে যৌথ কর্মসূচী

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউটের উদ্ভাবিত উন্নত প্রজাতির মাছ চাষের প্রযুক্তি মাছ চাষীদের নিকট হস্তান্তর এবং উন্নত চাষ পদ্ধতি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউটের সাথে একটি সমঝোতা স্মারকের আওতায় একটি যৌথ কর্মসূচী প্রবর্তন করেছে। এ কর্মসূচীর আওতায় ইতোমধ্যে ১০০ জন মৎস্য চাষীকে এবং ৫০ জন শাখা ব্যবস্থাপককে হাতে কলমে উন্নত পদ্ধতিতে আধুনিক মৎস্য চাষের কলা কৌশল সম্পর্কিত প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে। কর্মসূচীর সেপ্টেম্বর/০৪ পর্যন্ত অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

ঋণ সহায়তাপ্রাপ্ত মৎস্য চাষীর সংখ্যা	মোট প্রদত্ত ঋণ
৫০ জন	১১.০০ লক্ষ টাকা

তথ্য সূত্রঃ ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।

(ঘ) তুলা উন্নয়ন বোর্ডের সাথে যৌথ উদ্যোগে তুলা চাষীদের ঋণ প্রদান কর্মসূচী

মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা বস্ত্র এর প্রধান উপাদান তুলা। তুলা চাষে শস্য উৎপাদনে বার্ষিক কর্মসূচীর আওতায় ঋণ প্রদানের বিধান ও নিয়মাচার থাকলেও তুলার গুরুত্ব অনুধাবন করে তুলা উন্নয়ন বোর্ডের রেজিষ্টাড তুলা চাষীদের ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে একটি যৌথ ও সমন্বিত কর্মসূচী চালু করা হয়েছে যা, হালে বাস্তবায়নাধীন। অগ্রগতি ঋণ বিতরণ কার্যক্রম চলমান স্তম্বর/০৪ শেষে তথ্য প্রদান উপযোগী হবে।

সেপ্টেম্বর/০৪ ভিত্তিক ঋণ সুবিধাভুক্ত ভূট্টা চাষীর সংখ্যা	বিতরণকৃত টাকার পরিমান	সম্প্রসারিত জমির পরিমান
৬০৩ জন	৪২.২০ লক্ষ টাকা	৫৯০ একর

তথ্য সূত্রঃ ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।

(ঙ) উন্নত পদ্ধতিতে ভূট্টা চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সমন্বিত কর্মসূচী

উন্নত পদ্ধতিতে ভূট্টা চাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও একটি বেসরকারী সংস্থা মেসার্স এগ্রি বিজনেস কর্পোরেশন এর মধ্যে বিপক্ষীয় চুক্তির আওতায় পাইলট কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। দেশে বর্তমানে ৯.০০ লক্ষ মেট্রিক টন ভূট্টার চাহিদার বিপরীতো দেশীয় উৎপাদন মাত্র ৩.০০ লক্ষ মেঃ টঃ বাকী ৬.০০ লক্ষ মেঃ টঃ আমদানি করতে হয়। ক্রমবর্ধমান চাহিদা সামনে রেখে ভূট্টার উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গৃহীত পাইলট কর্মসূচীর সেপ্টেম্বর/০৪ পর্যন্ত অগ্রগতি নিম্নরূপ ঃ

(চ) দেশে উৎপাদিত ভূট্টা বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে বিশেষ ঋণ কর্মসূচী

দেশে উৎপাদিত ভূট্টার ব্যবহারকারী দেশীয় ফিড মিল প্রস্তুতকারী সংস্থাসমূহ। ভূট্টা চাষীরা তাদের উৎপাদিত ভূট্টা বাজারজাত করার জন্য ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান অব্দি পৌছতে পারে না বিধায় ভূট্টার ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয় এবং ভূট্টা চাষে আগ্রহী হয় না। এ অবস্থায় উৎপাদিত ভূট্টা বাজারজাত করণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ফিড মিল প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান মেসার্স আফতাব বহুমুখী ফার্মস লিঃ, মেসার্স আফতাব ফিড প্রডাক্টস লিঃ এবং মেসার্স এগ্রি বিজনেস কর্পোরেশন লিঃ এর মধ্যে ত্রিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে ভূট্টা বাজারজাতকরণ ঋণ কর্মসূচী চালু করেছে যার মাধ্যমে মেসার্স এগ্রি বিজনেস কৃষকদের নিকট থেকে ভূট্টা ক্রয় করে ফিড মিলসমূহে সরবারহ করে থাকে এবং কৃষকগণ ভূট্টার বাজার ও ন্যায্য মূল্য দুইটি নিশ্চিতভাবে পেয়ে থাকে।

অগ্রগতি ঃ এখাতে মোট ঋণ সীমা ১.০০ কোটি টাকা যা আপততঃ Revolving credit ঋণ হিসাবে এ খাতের প্রয়োজনীয়তা পূরণে সক্ষম।

তথ্য সূত্রঃ ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।

(ছ) বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের সাথে যৌথ কর্মসূচী

১৯৯৮-৯৯ সাল হতে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক মিরপুরস্থ বেনারসী পল্লীতে তাঁতীদেরকে কর্মসংস্থান ও উক্ত খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে ঋণ সুবিধা প্রদান করে আসছে যার পরিসংখ্যান পরিশিষ্ট-IX-এ উপস্থাপন করা হলো। উক্ত পরিশিষ্ট পর্যালোচনায় দেখা যায় বেনারসী শাড়ী পল্লীতে ৫৪৬ জন ঋণের সুবিধাভোগীদের নিকট কৃষি ব্যাংকের প্রদেয় ঋণ স্থিতির পরিমান দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫.০০ কোটি টাকা। এছাড়াও দেশের ক্ষুদ্র তাঁতী, মিরপুরস্থ বেনারশী পল্লীতে এবং দেশের অন্যান্য স্থানের ঐতিহ্যবাহী তাঁতীদের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী নামে একটি প্রকল্পে অর্থায়নের জন্য বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের সাথে একটি সমঝোতা স্মারকের আওতায় অপর একটি ঋণ কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। এ কর্মসূচীতে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক তাঁত বোর্ডের কর্মসূচী বাস্তবায়নে মাঠ পর্যায়ের শাখাসমূহের মাধ্যমে সার্বিক আর্থিক সহায়তা প্রদান করে আসছে।

তথ্য সূত্রঃ ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ-১, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।

(জ) আমদানী বিকল্প ১৫টি অপ্রচলিত গুরুত্বপূর্ণ শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাথে যৌথ ঋণ কর্মসূচী

আমাদের দেশে শস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে দানাদার খাদ্য শস্যসহ আলু, গম, ইত্যাদি চাষে ইতোমধ্যে যথেষ্ঠ উন্নয়ন ঘটলেও ডাল, মশলা তৈলবীজ ইত্যাদি ফসল উৎপাদনে তেমন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়নি। ফলে প্রতিবছর পিয়াজ, রসুন, আদা, হলুদ,মরিচ, মশুর, ছোলা, সরিষা, সয়াবিন ইত্যাদি কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে আমদানি করতে হয়। এর মধ্যে কিছু পন্যের যেমন- পিয়াজ, মরিচ, ছোলা, ইত্যাদি মাঝে মাঝে ঘাটতি এত প্রকট হয় যে রীতিমত ক্রেতা সাধারনের মধ্যে আতংক সৃষ্টি করে থাকে। উল্লেখিত ডাল, তৈল বীজ ও মশলা জাতীয় শস্যগুলোর উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসরণ অধিদপ্তরের সাথে একটি যৌথ ঋণ কর্মসূচী গ্রহন করা হয়েছে। গৃহীত কর্মসূচীর মাধ্যমে আমদানি বিকল্প ১৫টি শস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চলতি বছর বিনিয়োগ বরাদ্দ ধরা হয়েছে ২০০.০০ কোটি টাকা যা বর্তমানে বাস্তবায়নের প্রারম্ভিক অবস্থায় রয়েছে।

ঝ) *কৃষি ভিত্তিক শিল্পে কর্পোরেট অর্থায়ন*

কৃষি ভিত্তিক শিল্পের বিকাশ, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে কৃষি ভিত্তিক শিল্পে বিনিয়োগকারী বেশ কিছু প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন বৃদ্ধি, নতুন পন্য সংযোজন, উৎপাদনের মানোন্নয়ন ইত্যাদি খাতে কর্পোরেট ঋণ প্রদান করা হয়েছে। অর্থায়নকৃত এ কর্পোরেট সংস্থাগুলো দেশী বাজারে তাদের পন্যের বাজার সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। সাম্প্রতিক অর্থায়নকৃত কৃষি ভিত্তিক শিল্পগুলো হলো ঃ

১। মেসার্স প্রাণ ডেইরী লিঃ
২। মেসার্স হারভেষ্ট রীচ লিঃ
৩। বেঙ্গল প্যাকেজিং লিঃ
৪। স্কয়ার এগ্রো লিঃ (এ্যারোন সল্ট লিঃ)
৫। ব্রাক হ্যাচারী লিঃ
৬। আবুল খায়ের টোবাকো লিফ ফ্রেসারর্স লিঃ
৭। কাজী ফার্মস লিঃ

প্রক্রিয়াধীন কর্পোরেট ঋণ

১। মেসার্স পারটেক্স গ্রুপ
২। কেডিএস গ্রুপ
৩। প্রান গ্রুপ এর এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং কোং লিঃ
৪। স্কয়ার এগ্রো এর রাধুনী প্রডাক্টস

উল্লেখিত কর্পোরেট ঋণ ছাড়াও ব্যাংক অর্কিড ফুল চাষে মেসার্স দীপ্ত অর্কিড, হাইব্রীড ধান বীজ উৎপাদনে মেসার্স সুপ্রীম ফিডস লিঃকে অর্থায়ন করে ঋণ বহুমুখীকরণ তথা গুনগত ঋণ প্রদানে ভূমিকা জোরদার করেছে।

উল্লেখিত ঋণ কর্মসূচী ছাড়াও ব্যাংক সম্প্রতি অর্থাৎ ২০০২-২০০৩ ও ২০০৩-২০০৪ অর্থ বছরে ঋণ নীতি ও নিয়মাচার বাস্তবতার আলোকে হালনাগাদ ও সহজীকরণ করেছে। ঋণ কর্মসূচী সংস্কার কর্মকান্ডের মধ্যে রয়েছে মৎস্য ও পশু সম্পদ খাতে ঋণ নীতিমালা ও নিয়মাচার বাস্তব ভিত্তিক করা। মৎস্য খাতকে ব্যাংকের দ্বিতীয় বৃহত্তর বিনিয়োগ খাত হিসাবে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন, বন্ধকী ঋণ সহজীকরণ করা, পশু সম্পদ খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি, সেচ ও খামার যন্ত্রপাতি খাতে ঋণ নীতি বাস্ত বভিত্তিককরন ইত্যাদি। সাম্পতিক ঋণ নীতি ও নিয়মাচার পুনর্গঠনের ফলে গুনগত ঋণ বিতরণের উপযোগী অবস্থা তৈরী হয়েছে।

সমস্যা ও সুপারিশমালা

(১) ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হচ্ছে নগদ তহবিলের অভাব। ঋণ আদায় আশানুরুপ না হওয়ায় এবং আমানত সংগ্রহ লাভজনক না হওয়ায় ব্যাংকে নগদ তহবিল জমার পরিমান খুব একটা সন্তোষজনক নয়। বিশেষতঃ কষ্ট অফ ফান্ড বেশী হওয়ায় বর্তমানে আমানত সংগ্রহ অলাভজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ অবস্থা হতে পরিত্রান পেতে হলে সরকারী তহবিল সংগ্রহ অত্যাবশ্যকীয়। আর এজন্যে সরকারের তরফ হতে অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ব ও ব্যক্তি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের তুলনায় বিকেবি-তে নির্দিষ্ট হারে সরকারী তহবিল সংরক্ষন/ জমা রাখার নির্দেশনা জারী করা আবশ্যক।

(২) সফল উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে সক্রিয় উদ্যোগ না থাকায় অনেক প্রকল্পই রুগ্ন প্রকল্পে পরিনত হয়। তাই উদ্যোক্তা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে উদ্যোক্তা প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা নিতে হবে। ব্যাংকের মূল খাতের সংগে সংগতি রেখে কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের প্রশিক্ষনের পাশাপাশি নিজস্ব প্রশিক্ষনালয়ে এবং বিভাগীয় পর্যায়ে স্থানীয়ভাবে উদ্যোক্তা প্রশিক্ষনের আয়োজন করতে হবে। প্রশিক্ষিত উদ্যোক্তাদের মধ্যে হতে বাছাইকৃত উদ্যোক্তাদেরকে অর্থায়ন করলে সুফল পাওয়া যেতে পারে। চলতি বছরে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক বার্ষিক প্রশিক্ষণ কর্ম পরিকল্পনায় উদ্যোক্তা শ্রেণী সৃষ্টির জন্য উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা রেখেছে।

(৩) বাণিজ্যিক দৃষ্টিভংগীর অভাব হেতু ব্যাংকে গতিশীলতা বৃদ্ধি পেতে পারে না। বিকেব্রির চার্টারে মৌলিক পরিবর্তন আনয়নের মাধ্যমে বাণিজ্যিক খাত সমূহে অর্থায়নের দ্বার উন্মুক্ত করতে হবে। ট্রাডিশনাল খাত সমূহের পাশাপাশি আধুনিক বাণিজ্যিক খাত সমূহে অর্থায়নের মাধ্যমে ব্যাংকের সামগ্রীক দৃষ্টি ভংগীর পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

(৪) বৈদেশিক সাহায্য ও অনুদানের টাকা/ তহবিলের একটা নির্দিষ্ট অংশ বিকেবি-তে আমানত রাখার লক্ষ্যে সরকারী নির্বাহী সিদ্ধান্ত না থাকায় বিকেবি ঐ সকল তহবিল/ আমানত হতে বঞ্চিত হচ্ছে। কাজেই ঐ সকল তহবিলের নির্দিষ্ট একটা অংশ বিকেবি-তে আমানত রাখার সরকারী নির্দেশনা আবশ্যক। একই সংগে বৈদেশিক প্রকল্প সাহায্যের আওতায় বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও সামগ্রী আমদানির জন্য যে সকল এলসি খোলা হয় তারও একটা নির্দিষ্ট কোটা বিকেব্বির জন্য ধার্য্য করা আবশ্যক।

(৫) সরকার কৃষি খাতে ৬০০.০০ কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদানের পরিকল্পনা নিলেও কৃষি ঋণের জন্য সরকারী ভর্তুকী না থাকায় বিকেব্বির মুনাফা অর্জন বিঘ্নিত হচ্ছে। বেসরকারী ব্যাংক সমূহ তাদের ইচ্ছে মাফিক সুদের হার ধার্য্য করে মুনাফা অর্জন করছে। কিন্তু কৃষি ঋণের সুদের হার অনুসরণে সরকারী নিয়ম অনুসরণ করায় বিকেবি ইচ্ছে করলেই সুদের হার বাড়াতে পারছে না। ফলে ব্যাংকিং সেক্টরে বিকেবি-কে তীব্র প্রতিযোগীতায় তথা অসম প্রতিযোগীতায় টিকে থাকতে হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রানের উদ্দেশ্যে সুদের হার ধার্য্যকরণের ক্ষেত্রে সরকারী ভর্তুকি প্রদান একান্ত ভাবেই আবশ্যক।

(৬) কৃষি ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে লীড ব্যাংক পদ্ধতির আওতায় বিকেব্বির নিকট অধিক সংখ্যক ইউনিয়ন হস্তান্তর না করায় বিকেব্বির অর্থায়নের অধিক্ষেত্র সম্প্রসারণ করা যাচ্ছে না। তাই যে সকল বরাদ্দকৃত ইউনিয়নে রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকের কৃষি ঋণ কম বিতরণ হয়, ঐ সকল ইউনিয়ন বিকেব্বির নিকট হস্তান্তর করা আবশ্যক। একই সংগে রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহের গ্রামীণ শাখা সমূহ বিকেব্বির নিকট হস্তান্তর করা যেতে পারে। এতে করে গ্রামীণ অর্থনীতি অধিকতর চাংগা হবে।

(৭) প্রচারাভিযানের অভাবে দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী এখনো পর্যন্ত জানে না যে বিকেবি অন্যান্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের মতোই ব্যাংকিং কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। তাই বর্তমান ইলেকট্রনিক জগতে সকল ধরণের বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বিকেবির কর্মকান্ড সম্জর্কে প্রচারাভিযানের মাধ্যমে সকল দেশবাসীকে অবহিত করতে হবে।

(৮) জনশক্তির ঘাটতি হেতু বিকেব্বির গতিশীলতা বৃদ্ধি পাচ্ছে না। দীর্ঘদিন নিয়োগ বন্ধ থাকায় যেমন প্রশিক্ষিত জনবলের অভাব দেখা দিয়েছে তেমনি প্রতি বছর প্রচুর সংখ্যক দক্ষ কর্মকর্তা/ কর্মচারী অবসরে চলে যাওয়ায় ব্যাপক শুন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। এ শুন্যতা দ্রুত দূর করার উদ্দেশ্যে প্রতি বছর নূন্যতম সংখ্যক কর্মকর্তা/ কর্মচারী নিয়োগ অব্যাহত রাখতে হবে। নতুন কর্মকর্তা নিয়োগ না দেয়া হলে সুষ্ঠুভাবে ব্যাংকের কার্য্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হবে না।

উপসংহার

বাংলাদেশ একটি নদী মাতৃক দেশ। বন্যা এ দেশের একটি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। বন্যায় এ দেশে প্রচুর ফসলহানী হয় এবং অর্থনীতি হয় বিপর্যস্ত। ১৯৭৪, ১৯৮৮, ১৯৯৮ এবং ২০০৪ সালে বাংলাদেশে হয়ে গেল শতাব্দির ভয়াবহ বন্যা। কৃষি খাতে ক্ষতির পরিমান হয়ে গেছে সবচেয়ে বেশী। বন্যাত্তোর কৃষি পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সরকার নিলেন এক যুগান্তকারী কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচী। সরকারের নিজের তহবিল হতে প্রথম ধাপে সফলতার সাথে তা মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়েছে।

তাৎক্ষনিক পদক্ষেপের পাশাপাশি গ্রহন করা হলো কৃষি ঋণ বিতরণ কর্মসূচী। এ কর্মসূচীর আওতায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করলো কৃষকদের মাঝে দ্রুত ঋণ বিতরণের দায়িত্ব। ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা/ কর্মচারী ঝাপিয়ে পড়লো সরকারের এই গৃহীত যুগান্তকারী কৃষি ঋণ বিতরণ কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নে। রাত/দিন পরিশ্রম করে ইউনিয়নে ইউনিয়নে বুথ খুলে স্বচ্ছতা ও সততার সাথে স্বল্প সময়ের মধ্যে ঋণ পৌঁছে দিচ্ছে কৃষকের ঘরে ঘরে। অবশ্য এ কাজ সম্ভব হচ্ছে সরকারের গৃহীত নীতিমালা ও সময়ে সময়ে প্রদত্ত দিক নির্দেশনার কারণে। কৃষকগণ এ ঋণ যথাযথভাবে কৃষি কাজে লাগিয়ে ফলাবে বাম্পার ফলন। দেশ বেচে গেল দুর্ভিক্ষ থেকে। কৃষি ব্যাংকের ভাবমূর্তি জাতীয় পর্যায় হলো উজ্জ্বল এবং জনগনের কাছে বেড়ে গেল এর গ্রহনযোগ্যতা। সরকারও কৃষি ব্যাংকের বন্যাত্তোর কর্মকান্ডকে করেছে প্রশংসা এবং দিয়েছে স্বীকৃতি। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংককে সৃষ্টি করা হয়েছিল জাতীয় প্রয়োজনে। এ সংস্থা জন্মলগ্ন হতেই এ দেশের আপামর কৃষককুলকে কৃষি ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দিয়ে আসছে অকুণ্ঠ সেবা। জাতির যে কোন ক্রান্তিলগ্নে দুর্যোগ মোকাবিলার সময় একটি বিশেষ সংস্থা হিসেবে সরকারের একান্ত পাশে থেকে দিয়েছে ঐকান্তিক সেবা। যদিও কেউ কেউ এর সমালোচনা করে থাকেন, কিন্তু কৃষি ব্যাংকের ঐতিহাসিক পটভূমি, জাতি গঠনে এর অতীত অবদান, ১৯৭৪, ১৯৮৮, ১৯৯৮ এবং ২০০৪ সালের বন্যাত্তোর কৃষি পুনর্বাসনে এর কর্মকান্ডের পরিধি ইত্যাদির নিরপেক্ষ পর্যালোচনা ও মুল্যায়ন করলে ব্যাংকের প্রকৃত গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করা যাবে। বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে বর্তমানে কর্মরত প্রায় ১১ হাজার কর্মকর্তা/ কর্মচারী যদি নিষ্ঠা ও সততার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করে তবে আগামী দিনে কৃষি ব্যাংককে আরও কয়েক ধাপ এগিয়ে নিতে পারে।

উপসংহারে এ কথা জোর দিয়ে বলা যায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক পূর্বেও এ দেশের কৃষককূলের সেবায় নিয়োজিত ছিল, বর্তমানে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। দেশের যে কোন দূর্যোগময় মুহূর্তে কৃষি ব্যাংক অকুণ্ঠ সেবা প্রদানের মাধ্যমে তার ভাবমূর্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে। আমরা সে প্রত্যাশায় রইলাম।

সহায়ক গ্রন্থ পঞ্জিকা

০১। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা (২০০৪)

০২। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্য্যাবলী। অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০০৩-২০০৪)।

০৩। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (২০০৪)

০৪। ঋণ ম্যানুয়েল, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক (১৯৮৭)

০৫। কৃষি ঋণ পুনঃ তফসিলিকরণ পরিপত্র (২০০৪), অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

০৬। শাখা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

০৭। পরিসংখ্যান ও গবেষণা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

০৮। ঋণ আদায় বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

০৯। প্রকল্প পরিকল্পনা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

১০। নুরুল হুদা চৌধুরী, ১৯৯৮ সালের বন্যাত্তোর কৃষি পুনর্বাসন কর্মসূচীতে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ভূমিকা শীর্ষক প্রবন্ধ ২০০০ যা বাংলাদেশ অর্থনীতিসমিতির দ্বিবার্ষিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে ২০০০ সালে আয়োজিত সেমিনারে উপস্থাপন করা হয়।

১১। A.Q. Siddique. Need for Restructuring Rural Banking in Bangladesh with Particular reference to Bangladesh Krishi Bank Experience a Seminar paper presented in a Seminar organized by Bangladesh Krishi Bank in Dhaka ১৯৯০.

১২। Nurul Huda Chowdhury, Lending Risk and Recovery Problems. The experience of Bangladesh Krishi Bank, Published in Krishi Bank Parikrama, volume XIII, Dhaka 1999.

১৩। লেখকের বিগত ২৬ বছরের কৃষি ব্যাংকের বিভিন্ন কার্যালয়ে কর্মকালীন অভিজ্ঞতা বিশেষ করে ১৯৯৮ সনের বন্যার পর বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগে কর্মরত যাহা কার্যকালীন অর্জিত বাস্তব অভিজ্ঞতা এবং ২০০৪ সালের বন্যাত্তোর কৃষি পুনর্বাসনের ঋণ কর্মসূচীর মনিটরিং এর দায়িত্ব পালনকালীন সময়ের কর্ম অভিজ্ঞতা।

পরিশিষ্ট-I

জিডিপি সঞ্চয়ের শতকরা হার ঃ

	দেশজ সঞ্চয়	জাতীয় সঞ্চয়
১৯৯৫-৯৬	১৪.৯০	২০.১৭
১৯৯৬-৯৭	১৫.৯০	২১.৫৮
১৯৯৭-৯৮	১৭.৪১	২১.৭৭
১৯৯৮-৯৯	১৭.৭১	২২.৩১
১৯৯৯-০০	১৭.৮৮	২৩.১০
২০০০-০১	১৮.০০	২২.৪১
২০০১-০২	১৮.১৬	২৩.৪৪
২০০২-০৩	১৮.২১	২৪.৪৫
২০০৩-০৪ (সাময়িক)	১৮.২৭	২৪.৪৯

জিডিপি বিনিয়োগের শতকরা হার ঃ

	মোট বিনিয়োগ	সরকারী বিনিয়োগ	বেসরকারী বিনিয়োগ
১৯৯৫-৯৬	১৯.৯৯	৬.৪২	১৩.৫৮
১৯৯৬-৯৭	২০.৭২	৭.০৩	১৩.৭০
১৯৯৭-৯৮	২১.৬৩	৬.৩৭	১৪.২৬
১৯৯৮-৯৯	২২.১৯	৬.৭২	১৫.৪৭
১৯৯৯-০০	২৩.০২	৭.৪১	১৫.৬১
২০০০-০১	২৩.০৯	৭.২৫	১৫.৮৪
২০০১-০২	২৩.১৫	৬.৩৭	১৬.৭৮
২০০২-০৩	২৩.৪১	৬.২০	১৭.২১
২০০৩-০৪ (সাময়িক)	২৩.৫৮	৬.১২	১৭.৪৭

সূত্র ঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ-২০০৪

কৃষি পুর্নবাসন কর্মসূচি/২০০৪ (পুনঃ সংশোধিত) এর জেলা ও সংস্থাওয়ারী অনুদান বরাদ্দর প্রস্তাব

পরিশিষ্ট-II

অর্থ বরাদ্দর প্রস্তাব (লক্ষ টাকায়)

ক্র নং	জেলার নাম	উপজেলার সংখ্যায়	ক্ষতিগ্রস্থ	ক্ষতিগ্রস্থ জমির পরিমাণ	ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক পরিবারের সংখ্যা	উপকৃত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক পরিবারের সংখ্যা	এ পুর্নবাসন কর্মসূচিত ফসল ফসল আবাদের লক্ষ্যমাত্রা	বীজ বাবদ	রাসায়নিক সার বাবদ	ব্যাগিং ও প্যাকিং	পরিবহন ও আনুসাংগিক অবাবদ	মোট	আমন চারা সার বাবদ বরাদ্দ	সর্বমোট বরাদ্দ	গম আমদানী বাবদ বিএডি-সিকে প্রদেয়	জেলায় মোট বরাদ্দ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
১	ঢাকা	৬	৬	১৬৯৭৯	১৯৫৫৩৪৭	১২৫৭০০	৪১৯০০	১৫৫.২১৩	৫১৯.৯৬৩	২৯.৮৪৩	১০.৪৬৫৮৮	৭১৫.৪৮৩৮৮	১৯.৫৩৭৫	৭৩৫.০২১৩৮	০	৭৩৫.০২১৩৮
২	নারায়নগঞ্জ	৫	৫	১৪৫৫১	১০১২২০	৬৯৪৫০	২৩১৫০	১০৫.৬২৩	২৮১.৭৪২	১৬.৭৬৩	৫.৯০২৬৯	৪০৯.৭৫২১৯	৩.৯০৭৫	৪১৩.৬৫৯৬৯	০	৪১৩.৬৫৯৬৯
৩	মুন্সিগঞ্জ	৬	৬	১৮৫৯০	৮০৩০০	৪৯৩৫০	১৬৪৫০	৬৭.২০৮	২০৪.৭৪২	১২.০২২৫	৪.২০১৮৮	২৯৪.৪৭৩৬৩	০	২৯৪.৪৭৩৬৩	০	২৯৪.৪৭৩৬৩
৪	মানিকগঞ্জ	৭	৭	৬০১৭৭	১৬১৫০০	১০৮১৮০	৩৬০৬০	১৯৬.৮৩৫	৪১৪.১৪৯	২৩.৫১৫	১৩.১০৯৮৯	৬৪৭.৫০৮১৯	০	৬৪৭.৫০৮১৯	৭৬.৫	৫৭১.০০৮১৯
৫	গাজীপুর	৫	৫	৫১৪৮	২৭১৭৩	১৭৪৩০	৫৮১০	৩৩.২৮	৬১.৬৪৬	৩.৭৮	১.৩২৭৬১	১০০.০৩৩৯৪	১১.৫৪৬৬৩	১১১.৫৮০৫৭	১৫.৪২	৯৬.১৬০৫৭
৬	নরসিংদী	৬	৬	১৩০৫৫	১৬০৪৭৫	১০৮৪৫০	৩৬১৫০	১৬০.৪১৭	৪৩৬.০৩৮	২৫.১৩৩	৮.৮২৮২৫	৬৩০.৪১৫৯৫	৩১.২৬	৬৬১.৬৭৫৯৫	৪৯.৯৩২	৬১১.৭৪৩৯৫
৭	ময়মনসিংহ	১২	১২	৫০৫৬১	২০১৩৪৫	১১৭০৯০	৩৯০৩০	২৬৫.৭৭	৪৪২.১১৫	২৭.২৮৭	৯.৬৪৮৯৪	৭৪৭.৯৭০০৯	৩৭.০৯৩৫	৭৮৫.০৬৩৫৯	১৬৮.৩	৬১৬.৭৬৩৫৯
৮	কিশোরগঞ্জ	১৩	১০	৪১৪২৫	১৩০০০০	৭৪৮৫০	২৪৯৫০	১৬১.৪৫৩	২৯২.২৬৫	১৭.৬৮৫	৬.২৫৭৮১	৪৮০.৮১০৫৬	৭.৮১৫	৪৮৮.৬২৫৫৬	৯১.৮	৩৯৬.৮২৫৫৬
৯	নেত্রকোণা	১০	১০	২১৪৭২	১৫০০০০	৭২৮৭০	২৪২৯০	১৩৪.১১২	২৫৬.৩১১	১৫.৩৮৯	৫.৪২৪২৩	৪১১.২৩৫৭৩	৫১.৫৭৯	৪৬২.৮১৪৭৩	৭৬.৫	৩৮৬.৩১৪৭৩
১০	জামালপুর	৭	৭	১৬৪১৬	১৮৮১০০	১১৭৩০০	৩৯১০০	২৬১.০৮৩	৪৫৫.৩৮৫	২৭.৬০৮	১২.৭০২৯৪	৭৫৬.৭৭৭৯৪	২৪.৩৫২৫	৭৮১.১৩০৪৪	১৫৩	৬২৮.১৩০৪৪
১১	টাংগাইল	১১	১১	৬০১১৫	১৭৪২৮০	১২৩৩৩০	৪১১১০	২৯৬.২৫৮	৪৬৩.৪৮৮	২৮.৫	১৩.০৮৪৬৯	৮০১.৩৩০১১	৩৬.৩৪৩৫	৮৩৭.৬৭৩৬১	১৮৩.৬	৬৫৪.০৭৩৬১
১২	শেরপুর	৫	৫	৯৭৬৮	১১১০০০	৮৮৩৮০	২৯৪৬০	১৭৮.৬১৩	৩০৮.৯০৭	১৮.৭০৫	৮.৯৬৪১৯	৫১৫.১৮৮৬৯	৫২.৭২৩৫	৫৬৭.৯১২১৯	১০০.৯৮	৪৬৬.৯৩২১৯
১৩	কুমিল্লা	১২	১০	৫১০৬৯	২২৫০০০	১৫৮৪৩০	৫২৮১০	২৪৫.৫৬৫	৬১১.৯২৫	৩৭.০৪৭	১২.৯৯৪১৩	৯১০.৬৮১১৩	৪৬.৩২৫২৫	৯৫৭.০০৬৩৮	০	৯৫৭.০০৬৩৮
১৪	চাঁদপুর	৮	৮	২৪৭৫৫	১৩০০০০	৮৬৪০০	২৮৮০০	১৩৭.৯৩৩	৩৪৭.৬১৫	২১.০৬৮	৭.৪১১৫	৫১৭.১৭৬৭৫	৩.৯০৭৫	৫২১.০৮৪২৫	০	৫২১.০৮৪২৫
১৫	বিবাড়িয়া	৭	৭	৩০১৯৪	৩৩০০০০	১৪৬৮৩২	৪৮৯৪৪	২৩২.৫১৮	৫৬৬.৪৬	৩৪.৪৬৮	১২.১৪৩৪	৮৪৫.৫৮৯৩	৩৮.২৯৩৫	৮৮.৮৮২৮	০	৮৮৩.৮৮২৮
১৬	সিলেট	১১	১১	৯১৭৩১	২৭৬২২৬	১৩০২০০	৪৩৪০০	১৬৩.৩৫	৫৩১.০৭৭	২৯.২৭৭	১০.৩৯১৩৩	৭৩৪.০৯৪৮৩	১২.৬৫৭৭৫	৭৪৬.৭৫২৫৮	৭.৬৫	৭৩৯.১০২৫৮
১৭	হবিগঞ্জ	৮	৮	৬১৬৬৭	১৭০০০০	১১২২০০	৩৭৪০০	১৬০.০৮	৪৬০.৩৩৫	২৫.৭১	১১.৪৭৬১৩	৬৫৭.৬০১১৩	৮.২৬৮৭৫	৬৬৫.৮৬৯৮৮	২৭.৫৪	৬৩৮.৩২৯৮৮
১৮	মৌ:বাজার	৬	৬	৩৭৩৬৮	১০১০০০	৯১৮০০	৪৭৪৫০	১০৫.৩৬	৩৯০.১৪১	২১.৭৫	৭.৬৪০২৪	৫২৪.৮৯১২৫	৭.৮১৫	৫৩২.৭০৬২৫	৭.৬৫	৫২৫.০৫৬২৫
১৯	সুনামগঞ্জ	১০	১০	৯৫৪০২	১৭৯৩৩০	১৪২৩৫০	২৭০০	১৫৫.৬১৮	৬০২.৩০৮	৩৩.৭৮৮	১১.৮১৮১৩	৮০৩.৫৩০৮৮	৭.৮১৫	৮১১.৩৪৫৮৮	০	৮১১.৩৪৫৮৮
২০	রাজশাহী	১০	৪	৪৫৯২	২০১৬৬	৮১০০	৮৯০	১৭.৬১২	৩৩.২৯৯	২.১৩	০.৭৫১১৩	৫৩.৭৯১৮৮	০	৫৩.৭৯১৮৮	০	৫৩.৭৯১৮৮
২১	নবাব গঞ্জ	৫	২	১০৮১	৪৮৫০	২৬৭০	৫১৬৫	৫.১৭৫	১০.৮৪৩	০.৬৫	০.২২৬০৯	১৬.৮৯৩৯৪	০	১৬.৮৯৩৯৪	০	১৬.৮৯৩৯৮
২২	নাটোর	৬	৪	১৯৮২১	৫৭০০০	১৫৪৯৫	১২৪৫০	২৮.৩৪৩	৫৪.৮০৭	৩.২০৯	১.১৪৩১১	৮৯.০৭৫৬৬	৮.৫৩৭২৫	৯৭.৬১২৯১	১২.২৪	৮৫.৩৭২৯১
২৩	নওগাঁ	১১	১১	১২৪২৬	৭৭১০৫	৩৭৩৫০	১৩৩৫০	৬৮.৯৫৮	১৪.০৫৮	৮.২৩৫	২.৯০০০৬	২২০.১৪০৫৬	১১.৭২২৫	২৩১.৮৬৩০৬	৩৬.৭২	১৯৫.১৪৩৬

২৪	বগুড়া	১২	১১	১৩৪৪৪	১০১৬৫০	৪০০৫০	৩৯০০	৮২.৪১	১৬১.৭২৬	৯.৪৮৯	৩.৩৪৬৫৯	২৫৬.৯৭১০৯	১০.২৫৪৯৩	২৬৭.২২৬০২	৩৯.৭৮	২২৭.৪৪৬০২
২৫	জয়পুরহাট	৫	৫	১৫৪৬	২৫২৭৭	১১৭০০	১৯১২০	২৫.৬৩৫	৫১.৭৯৪	৩.০৩	১.০৬৬৭৩	৮১.৫২৬১৩	০	৮১.৫২৬১৩	১২.২৪	৬৯.২৮৬১৩
২৬	পাবনা	৯	৭	১০৭৪৯	১৭০০০০	৫৭৩৬০	২৩৭৮০	১০৯.৮২৩	২২২.০১৯	১৩.১৪২	৪.৫৯৮০১	৩৪৯.৫৮২০২	৪.৬০২	৩৫৪.১৮৪০২	৫৪.৪৬৮	২৯৯.৭১৬০২
২৭	সিরাজগঞ্জ	৯	৯	৩৬৮৩৩	১৬২৬৩৮	৭১৩৪০	২৩৭৮০	১১৫.৪৫৫	২৪৫.৪৬৩	১৪.১১৫	৭.৪০২১৩	৩৮২.৪৩৫১৩	৪৭.২৬০৫	৪২৯.৬৯৫৬৩	৪৫.৯	৩৮৩.৭৯৫৬৩
২৮	রংপুর	৮	৫	৮০৪	৪৫০০	৩৭৭১	১২৫৭	৫.০২৮	১১.৫৫১	০.৬৫৬	০.২২৮১৩	১৭.৪৬৩	০	১৭.৪৬৩	২.২৯৫	১৫.১৬৮
২৯	নীলফামারী	৬	৬	৩৫৮	৪৮৯৫	২০৬১	৬৮৭	২.৮৮৭	৯.৫৯৪	০.৫২৬	০.১৮৪৩৩	১২.৭৯১২৩	০	২৮.৭৫৬	৫.৩৫৫	২২.৬৬২৫৬
৩০	ঠাকুরগাঁও	৫	৫	১৬৮৯	১২০০০	৪৬৬৮	১৫৫৬	৮.৪৭৫	১৮.১৯৫	০.৯৯৮	০.৩৫০০৬	২৮.০১৭৫৬	০	৭১.৩৯৮৩৯	০	৭১.৩৯৮৩৯
৩১	লালমনিরহাট	৫	৫	৩৮৩৮	২৮৩৩১	১১৭০৩	৩৯০১	২০.৯১২	৪৬.৭৬১	২.৭৬২	০.৯৬৩৪৯	৭১.৩৯৮৩৯	০	১৭৮.২৭৯৭৩	১৬.৮৩	১৬১.৪৪৯৭৩
৩২	কুড়িগ্রাম	৯	৯	২৬৩১	৯৫৮৫০	২৪৬০০	৮২০০	৪২.৮৬৩	৯৪৪৯১	৫.৫১৬	২.৫২২১৮	১৪৫.৩৯০৭৩	২.৮৮৯	১৮৮.৪৪২৬৮	১৫.৩	১৭৩.১৪২৬৮
৩৩	গাইবান্ধা	৭	৭	৫৬৩২	১০৬২০০	২৯৯১০	৯৯৭০	৫০.৩২৫	৯৮.৩৫৬	৫.৬৪৬	২.৫৭৯১৮	১৫৬.৯০৬৬৮	৩১.৫৩৬	৬১১.৮৭০৫৫	০	৬১১.৮৭০৫৫
৩৪	ফরিদপুর	৮	৮	৩৮১০৩	১৯৫৬০০	১০২৫৪০	৩৪১৮০	১৬৩.৭৬	৪০৪.০১	২৪.৫৮৮	১১.০৬৭৩	৬০৩.৪২০৩	৮.৪৫০২৫	২৬৬.৫৬৬৮৮	০	২৬৬.৫৬৬৮৮
৩৫	মাদারীপুর	৪	৪	৩১১৪১	১১৬০০০	৪৪৬১০	১৪৮৭০	৬৪.০৭৪	১৮১.২৩	১০.৫৬৮	৪.৮৯৭১৩	২৬৩.৯১৮৬৩	২.৬৪৮২৫	২৬৪.৪৩৪৭	০	২৬৪.৪৩৪৭
৩৬	রাজবাড়ি	৪	৪	২৮০৯২	১০২৭৬০	৩৯৯৫০	১৪৬৫০	৬১.৪৬৫	১৫৭.৭১	৯.৩৪১	৪.৪৫৩৮	২৩৬.১১৯২	২৮.৩১৫৫	৪৭০.৮৫১৯৫	০	৪৭০.৮৫১৯৫
৩৭	শয়িতপুর	৬	৬	৫০৩৭৭	১৬৭৩৮৮	৮০৪০০	২৬৮০০	১১৬.০১	৩২১.৯৪৩	১৯.৫৭১	৬.৮৪৮১	৪৬৯.৪০৭৪৫	১.৪৪৪৫	১১.৭৫২৮৮	০	১১.৭৫২৮৮
৩৮	কুষ্টিয়া	৬	৫	৮৪৬	৪৮১৯	১৮০০	৬০০	৩.২৬৭	৭.৮৭৫	০.৪৫	০.১৬০৮৮	১১.৭৫২৮৮	০	৩.৩২৭৩৮	০	৩.৩২৭৩৮
৩৯	সাতক্ষিরা	৭	৩	২৮৩	৭৬৮	৫৭০	১৯০	০.৫৭	২.৫৬৫	০.১৪৩	০.০৪৯৮৮	৩.৩২৭৩৮	০	৩২১.২৫২	০	৩২১.২৫২
৪০	বরিশাল	১০	১০	১৬৩৮৮	১২০০০০	৫৪৯০০	১৮৩০০	৭২.৫১	২২৪.৭৬৮	১৩.০৯৫	৪.৫৭৯৫	৩২১.২৫২	০	৫৩.৩৪৩৫৬	০	৫৩.৩৪৩৫৬
৪১	ঝালকাঠি	৪	২	৫০৫	২২৩০০	৯২১০	৩০৭০	৯.৬১৫	৩৮.৩৩৯	২.১২৭	০.৭৪৩০৬	৫৩.৩৪৩৫৬	০	১৮৩১৯৩১৩	০	১৮৩১৯৩১৩
৪২	পিরোজপুর	৬	৬	২৭৮৩	৭৮৮৫০	৩২৮৫০	১০৯৫০	৩৪.৫	১৩৫.৪৪৩	৭.৪৮৫	২.৬১৫৬৩	১৮৩.১৯৩১৩	০	১০.৩৬৪২৫	০	১০.৩৬৪২৫
৪৩	ভোলা	৭	৫	১৪৫৪	৪৫৫০	১৯৫০	৬৫০	২.৯৬৯	৬.৮৬১	০.৩৯৮	০.১৩৭২৫	১০.৩৬৪২৫	০	১৩৮.৯৩২২৫	০	১৩৮.৯৩২২৫
৪৪	গোপালগঞ্জ	৫	৫	২৪০২৩	১০৩২০০	২৩২৫০	৭৭৫০	৩৯.৬৩৩	৮৮.৬৪৩	৫.৫৬৫	১.৯৪১৭৫	১৩৮.৯৩২২৫	০	৫.৯৪৫২৫	০	৫.৯৪৫২৫
৪৫	কক্সবাজার	৭	২	৫৪০	৩২২০	১২০০	৪০০	১.৫৭৫	৪.০৪৯	০.২৪	০.০৮১৭৫	৫.৯৪৫২৫	০	২১.০৮৮৫	০	২১.০৮৮৫
৪৬	নোয়াখালী	৬	৩	১১৩৫	৬৭০০	৩৬০০	১২০০	৬.৯৯৩	১৩.০৪৯	০.৭৮	০.২৬৭	২১.০৮৮৫	০	১৪.১৬৯	০	১৪.১৬৯
৪৭	লক্ষিপুর	৪	২	১৬৪৫	৩৮৫০	২৫৫০	৮৫০	৩.৯৬৫	৯.৪৪৮	০.৫৬৩	০.১৯৪২৫	১৪.১৬৯	০	৪.৯৯৯৩১	০	৪.৯৯৯৩১
৪৮	নড়াইল	৩	৩	৫২১	৩০৭০	৭৫০	২৫০	১.৪৮৪	৩.২৬৩	০.১৮৮	০.০৬৫৮১	৪.৯৯৯৩১	০	২.৪৪৭৬৮	০	০
ডিএইর আনুসংগিক		০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১১.৬৪২	০	০
বিএডিসি চারা উৎপাদন		০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১১.৬৪২	১,৯৬০,০০০	০	০
বাফার চারা উৎপাদন		০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	১৯.৬	১৯.৬	০.২৪৫	০	০
ব্রী অতিরিক্ত চারা বাবদ			০	০	০	০	০	০	০	০	০	০	০.২৪৫	০.২৪৫	০	০
মোট		৩৪৯	৩০৮	১উ+০৬	৪৮৯৫৮৩৩	২৬৬৫৫০০	৮৮৮৫০০	৪৩৮২	১০৪৪৪	৬১৪.৫	২৪০.১৫৮৩	১৫৭২৮.১৬	৫৯০.৩৮৯	২০২৮২০২১	১২০০	১২০০

সূত্র ঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কৃষি মন্ত্রনালয়, ২০০৪ ।

পরিশিষ্ট-III

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের ব্যবসায়িক পরিচালন সম্ভৃক্ত তথ্যাদি

(কোটি টাকায়)

ক্রঃনং	খাতের নাম	বছর				
		১৯৯৯-০০	***২০০-০১***	***২০০১-০২***	***২০০২-০৩***	***২০০৩-০৪***
১	অনুমোদিত মুলধন	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০	২০০.০০
২	পরিশোধিত মুলধন	১০০.০০	১০০.০০	১২৫.০০	১৪০.০০	২০০.০০
৩	রিজার্ভস	৮২.০৫	৮২.০৫	৮২০.০৫	৮২.০৫	৮২.০৫
৪	আমানত	৩১৪৩.৮১	৩৮৭০.০৬	৪০২৪.২৯	৪৪৪৫.২২	৪৯৫৫.৮০
৫	বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ঋণ গ্রহন	৩১৮৬.৪০	৩২৫২.৪২	৩৫০৮.৮৪	৩৫৫৫৭.২৩	৩৭২০.৮৩
৬	বৈদেশিক ঋণ	১৪৫.৭০	১৩৪.০৫	১২২.৪৮	৯৪.১৬	৮০.২৪
৭	ঋণ গ্রহীতার সংখ্যা (হাজারে)	২৬৫৭	২৮০৫	২৮০৬	২৮৭০	২৮৯৪
৮	শাখার সংখ্যা	৮৫৪	৮৮৯	৯১৯	৯২১	৯২৯
	ক) শহুরে শাখা	১১৭	১৩০	১৩০	১৩০	১৩০
	খ) গ্রামীন শাখা	৭৩৭	৭৫৯	৭৮৯	৭৯১	৭৯১
৯	কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা	১১২৪৫	১১৪০১	১১৩৬৫	১১২৮৫	১০৭৭৯
১০	মুখ্য আঞ্চলিক/ আঞ্চলিক কার্যালয়ের সংখ্যা	৪৯	৪৯	৪৯	৫০	৫১
১১	বিভাগীয় কার্যালয়ের সংখ্যা	৭	৭	৭	৭	৮

সূত্র ঃ শাখা নিয়ন্ত্রন বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা।

পরিশিষ্ট-IV

বছরওয়ারী ঋণ বিতরণ, ঋণ আদায়, আমানত স্থিতি, মেয়াদোত্তীর্ণ ও অনাদায়ী ঋণের অবস্থা

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	ঋণ বিতরণ	ঋণ আদায়	আমানত স্থিতি	মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ	অনাদায়ী ঋণ	মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণের হার
১৯৭১-৭২	৯.৬৪	২.৯২	৬.৯১	২২.৬২	৪৬.০৫	৪৯%
১৯৭২-৭৩	১৭.৯০	৬.৭২	৭.৩৪	২৫.৮৪	৬১.৭০	৪২%
১৯৭৩-৭৪	১৩.৫৭	১১.৯০	৭.৯৯	৩০.০৬	৬৮.২২	৪৪%
১৯৭৪-৭৫	১৭.৬৩	২০.০০	১৩.৪২	৩২.৯০	৭৩.৯২	৪৫%
১৯৭৫-৭৬	১৮.৫১	২৮.৪৮	১৫.৫৮	৩২.৬১	৭৪.২১	৪৪%
১৯৭৬-৭৭	৩৮.৮৪	২৯.৭৪	২৫.১৯	৩০.১১	৮৮.৬৬	৩৪%
১৯৭৭-৭৮	৫৫.৩০	৩৮.১৮	৩৩.২০	৩৯.৮৯	১১৯.৪০	৩৩%
১৯৭৮-৭৯	৭৪.৬৬	৫২.১৭	৪৬.৭০	৪৩.৭৮	১৫৬.১১	২৮%
১৯৭৯-৮০	১৪১.৪৯	৭৪.৭৩	৭৫.১৬	৫৭.৫১	২৪৭.০২	২৩%
১৯৮০-৮১	২০৯.৭৪	১৩১.০৮	১২২.৫৯	৬২.১৯	৩৬৮.৩২	১৭%
১৯৮১-৮২	২৭১.০৪	১৯৭.০৩	১৭৬.৯৪	৯৩.৪৯	৪৯৭.২৮	১৯%
১৯৮২-৮৩	৪০০.৮১	২০২.২৪	২৫৮.৯২	১৫.৬৪	৭৮৫.৫৪	২০%
১৯৮৩-৮৪	৫৯২.৪৩	৩০৭.৯৬	৩৫৯.০৬	৩০৮.২৫	১২৫৩.৩৮	২৫%
১৯৮৪-৮৫	৬১৪.৭৩	৩৬৪.৭২	৩৭৬.৫২	৫০৬.১৩	১৭৩৫.৬৭	২৯%
১৯৮৫-৮৬	৩৬৫.০৬	৩৫০.৬০	৪৩৩.৯৮	৮০৬.৭৬	২০৫৭.৫৯	৩৯%
১৯৮৬-৮৭	৪১৯.২৪	৪৭৯.৪৪	৪৮১.৮১	৬৩৭.৪১	১৫৩১.১০	৪২%
১৯৮৭-৮৮	৩৩৬.২৩	৩৫০.৮৪	৫২৪.৭১	৭৬০.৭২	১৭৭৮.৫৯	৪৩%
১৯৮৮-৮৯	৪৪৫.০৯	৩৩৪.৬৮	৬০১.৯৩	৯৫২.২৭	২১৮৫.১৬	৪৪%
১৯৮৯-৯০	৩৭৬.৯৩	৪১৪.৫৬	৭১৩.৬১	১২৭১.৭৭	২৪৯৩.৪১	৫১%
১৯৯০-৯১	৩২৩.৮৪	৩৭৭.৫৯	৮১৭.৩৩	১২৫৬.৭৭	২১৮০.২২	৫৮%
১৯৯১-৯২	৪৪১.৭৮	৪২৩.৬২	১০২৬.০০	১৬০১.৩৯	২৬২২.২০	৬১%
১৯৯২-৯৩	৪৬৩.৪২	৫৩৬.২৮	১২৮৩.৯৬	১৫৫৯.৭৩	২৬২৭.৫০	৫৯%
১৯৯৩-৯৪	৫৯৮.৫৫	৫৬৯.২৪	১৪৭৯.২৮	১৫৫৪.৬৯	২৭৪৫.৫৯	৫৭%
১৯৯৪-৯৫	৭৬৫.৬৩	৫৯৪.৩৪	১৬৩৯.৫৮	১৬০৫.৯২	৩০১০.৯৮	৫৩%
১৯৯৫-৯৬	৭৭৮.৯১	৬৬৫.৫৪	১৭৩৭.২৮	১৭৪৭.০০	৩২৭৬.৭৩	৫৩%
১৯৯৬-৯৭	৭৮১.১৫	৮০০.৯৩	১৮৩৬.৪৪	১৮৯৮.৬৪	৩৪৯৯.৫৭	৫৪%
১৯৯৭-৯৮	৮৪৯.৪২	৮৮১.৯৬	২০৩৮.১৯	১৭৭৪.০৬	৩৪৪৮.৮১	৫১%
১৯৯৮-৯৯	১৫৯০.৩১	১১১৮.১৭	২৩৯৩.৪২	১৭৫৯.৭৪	৪৩২৭.২৬	৪১%
১৯৯৯-০০	১৫৩৯.৩৮	১৫১৯.৬৪	৩১৪৩.৮১	২২০৯.৭৯	৪৭৩৮.৪১	৪৭%
২০০০-০১	১৭৮২.৩৬	১৬৬১.৬১	৩৮৭০.০৬	২৩৭৫.৩৬	৫১২৮.৩৪	৪৬%
২০০১-০২	১৫৬৩.১৮	১৭৩২.৩০	৪০২৪.২৯	২৩৬৮.৫৯	৫১৯৬.৫৯	৪৬%
২০০২-০৩	১৬৬৮.৬৭	১৯২০.৩৪	৪৪৪৫.২২	২১৭০.৪২	৫৩২৭.৬৪	৪১%
২০০৩-০৪	১৯৬৪.১৪	১৪৬৫.৭৫	৪৯৫৫.৮০	১৯৮৭.৯১	৫৫৮৩.৭৮	৩৬%

পরিশিষ্ট-V

বছর ভিত্তিক শ্রেণী বিন্যাসিত ঋণের ও প্রভিশনের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

বছর	ঋণ স্থিতি ঋণের পরিমান	অশ্রেণীকৃত ঋণের পরিমান	শ্রেণীকৃত	নিম্মান	সন্দেহজনক	মন্দ	শ্রেণীকৃত	প্রভিশন ও অশ্রেণী - কৃত ঋণের অনুপাত	ঋণের স্থিতির সহিত প্রভিশনের হার
১৯৯-০০	৪৭৪০.৮২	২১৬৩.৬২	২৫৭৭.২০	৩৬২.৩১ (৭.৬৩)	২৩৪.৬৩ (৪.৯৪)	১৯৮০.৫৬ (৪১.৭৮)	৫৪ঃ৪৬	৭৬৬.৪৫	১৬%
২০০-০১	৫১৩৮.০৩	২২৯৫.১৮	২৮৪২.৮৫	৭৪২.৯৬ (১৪.৪৬)	২০৪.০৫ (৩.৯৭)	১৮৯৫.৮৪ (৩৬.৯০)	৫৫ঃ৪৫	৭৯৭.৪৪	১৬%
২০০১-০২	৫২১০.৭২	২৫০৮.৫৩	২৭০২.১৯	৪৬৩.৬৬ (১৪.৬৬)	২৩১.০৮ (৪.৪৩)	১৭০৭.৪৫ (৩২.৭৭)	৫২ঃ৪৮	৭৭৬.২৩	১৫%
২০০২-০৩	৫৩৩৯.৬৭	২৭৫৫.৭৯	২৫৮৩.৮৮	৫৫০.১২ (১০.৩০)	৪৮২.৯১ (৯.০৪)	১৫৫০.৮৫ (২৯.০৪)	৪৮ঃ৫২	৭৫৯.৬১	১৪%
২০০৩-০৪	৫৫৯৮.০০	৩১৫৮.০২	২৪৩৯.৯৮	৫১৪.৬৯ (৯.১৯)	৫০৬.০২ (৯.০৪)	১৪১৯.২৭ (২৫.৩৫)	৪৪ঃ৫৬	৭৭৩.০৪	১৪%

- বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা মোট এর সহিত শতকরা হার নির্দেশ করে ।
- সূত্র ঃ ঋণ আদায় বিভাগ, বিকেবি, প্রকা, ঢাকা ।

পরিশিষ্ট-VI

অর্থ ঋণ আদালতে মামলা দায়ের ও নিস্পত্তির পরিসংখ্যান

(লক্ষ টাকায়)

বছর	প্রারম্ভিক		নিস্পত্তি		স্থিতি	
	সংখ্যা	পরিমান	সংখ্যা	পরিমান	সংখ্যা	পরিমান
১৯৯৯-০০	২৫৩১	১৯৯৭৯.৭৭	৮৪	৩৫১.০০	২৭১২	২১৯৮০.০০
২০০০-০১	২৭১২	২১৯৮০.০০	৪৯৮	৪২১০.৮৭	২৩৫৬	২০৯৭৫.৪৫
২০০১-০২	২৩৫৬	২০৯৭৫.৪০	৩৩৫	৩০৬৩.০০	২২৪৮	৩০৯২৪.০০
২০০২-০৩	২২৪৮	৩০৯২৪.০০	৪৩৯	১৯৫৩.০০	২১৬১	৩৩৭৫৬.০০
২০০৩-০৪	২১৬১	৩৩৭৫৬.০০	৭৪৫	৪৩৫৯.০০	৩৩৯৪	৪০৯০৪.০০

সূত্র ঃ ঋণ আদায় বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা ।

*পরিশিষ্ট-***VII**

জুন, ২০০৪ পর্যন্ড় মাইক্রো ক্রেডিটের আওতায় বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের দরিদ্র বিমোচন ঋণ কর্মসূচীর পরিসংখ্যান

(কোটি টাকায়)

ক্রঃনংকর্মসূচীর নাম	পুঞ্জিভুত বিতরণ		আদায়		অনাদায়ী	
	সংখ্যা	পরিমাণ	পুঞ্জিভুত	হার	সংখ্যা	পরিমান
চালু প্রকল্পঃ						
০১। ভুমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের ঋণ প্রদান কর্মসূচী	৬০৬১০২	৪৬৯.২১	৪১৫.৭৫	৮৭%	১৮৪২৭০	১৪০.৩৭
০২। দারিদ্র বিমোচনে যৌথ(গরু মোটাতাজাকরণ)কর্মসূচী	৪৭৭৪৫	১০৪.০৫	৮৭.১৪	৮২%	১০৯২৭	২৮.৯৭
০৩। স্বনির্ভর ঋণদান কর্মসূচী	২৫৮০১৬	১১৯.৭৩	৯৭.০০	৮২%	১১০৭৮২	৫২.৬৩
০৪। ক্ষুদ্র কৃষক ও ভুমিহীন শ্রমিক উন্নয়ন প্রকল(এসএফডিপি)	২৮২৩৬	১৯.৩৮	১৬.০০	৭৮%	১২৭৫১	৫.২৭
০৫। দক্ষিণ এশিয়া দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী	৩৬১৭৯	৩২.৫৫	২৭.০৪	৭১%	৯৮৮০	১১.৯৩
০৬। জাতিসংঘ মুলধন উন্নয়ন কর্মসূচী(ইউএনর্সিডিএফ)	২১৪৩৯	১১.০৫	১১.১২	৯০%	৯০৪৮	৬.৯৫
০৭। গ্রামীণ মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্পঃ এডিবি ঋণ নং-১০৬৭ ব্যান(এসএফ) ১ম ও ২য় পর্ব	৭২২৬৬	১৪২.৪৬	১২৪.১৪	৯১%	৪৭০২১	৩৫.৭৪
০৮। বিকেবি-এনজিও ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী	১৮৩১৯	১৪.৩১	১১.৪৬	৮৬%	৮৮৭২	৫.৩০
০৯। ছাগল উৎপাদনের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচী	১২৬৭১	১১.৫৭	০.৩৭	৩%	১২৬৭১	১১.২০
১০। মহিলাদের গাভী পালন ঋণ কর্মসূচী						
১১। প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে বিশেষ ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী	৭৫	০.১০	.০১	৯%	৭৫	০.১০
১২। মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট ফর দি মনিপুরী ঋণ কর্মসূচী	১০৫	০.২৩	০.০৪	১৮%	১০৫	০.১৮
১৩। কক্সবাজার জেলায় বসবাসরত রাখানইন সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ ঋণ কর্মসূচী	৩৮৫	.৮১	০.৬৬	৬৩%	৩৮৫	০.৩৯
উপ-সমষ্টিঃ	১১০১৫৩৮	৯২৫.৪৫	৭৯০.৭৩	৮৪%	৪০৬৭৮৭	২৯৯.০৩

মেয়াদ সমাপ্ত প্রকল্প/কর্মসূচীঃ

ক্রঃনংকর্মসূচীর নাম	পুঞ্জিভুত বিতরণ		আদায়		অনাদায়ী	
	সংখ্যা	পরিমাণ	পুঞ্জিভুত	হার	সংখ্যা	পরিমান
১৪। ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য গবাদী পশু উন্নয়ন প্রকল্প (ইফাদ ঋণ নং-২৮০)	১৯৬৪৪২	১২.৩৯	১৮.৭৪	১০০%	৩	৭.৯১
১৫। গ্রামীণ মহিলা ও মহিলা কারুশিল্পীদের ঋণদান কর্মসূচী	১০৫৩৯	৩.৫৪	২.৭৯	৯৬%	৪৩৪১	২.২৮
১৬। মহিলা উদ্যোক্তা উন্নয়ন কর্মসূচী(উইডিপি)	৩৮১০৫	১৫.৭৫	১৭.২৩	৯৮%	১৯০৪৮	৫.০৫
১৭। উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান প্রকল্প (পিইপি)	২৮৭২৪	১৫.৩৪	১৬.৮৭	১০০%	৮৯৮	০.০৮
১৮। এসকাপ-আইএলও ঋণদান প্রকল্প	৭৮	০.০২	০.০২	১০০%	৩০	০.০১
১৯। ঘুর্ণিঝড় উপদ্রুত গ্রামীণ পরিবার বর্গের জন্য বিশেষ সাহায্য প্রকল্পঃ (ইফাদ ঋণ নং-১৮৭)	৩৩৫৫	৩.৭১	২.৮০	১০০%	১২১৯	১.০৮
২০। অক্সবো লেক ক্ষুদ্র মৎস্য চাষীদের ঋণদান কর্মসূচী (ইফাদ ঋণ নং-২৩৭)	৪৮০২	২.০০	৩.৮৯	৮১%	১	০.৮৯
২১। শিক্ষিত/প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বেকার যুবক যুবতীদের ঋণদান কর্মসূচী	১৫৮	০.২৭	০.১৮	১০০%	৭৮	১.১৮
২২। ঘরে ফেরা ঋণদান কর্মসূচী	২৩৮০	৪.২৩	১.০৫	৩৭%	২৩৫০	৪.৩০
২৩। ময়মনসিংহ মৎস্য চাষ সম্প্রসার প্রকল(ডানিজা সহায়তাপুষ্ট)	২৮০৩	১.০০	১.১২	১০০%		
উপ-সমষ্টিঃ	২৮৭৩৮৬	৫৮.২৫	৬৪.৬৯	৯৫%	২৭৯৬৮.০০	২২.৭৮
সর্বমোটঃ	১০০.০০	৯৮৩.৭০	৮৫৫.৪২	৮৫%	৪৩৪৭৫৫.০০	৩২১.৮১

সূত্র ঃ প্রকল্প পরিকল্পনা বিভাগ, বিকেবি, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

পরিশিষ্ট-**VIII**

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের বিভিন্ন খাতের ঋণের উপর সুদের হার

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের খাত সমূহ		সন				
		২০০০	২০০১	২০০২	২০০৩	২০০৪
১।	শস্য	১৩	১২	১২	১০	৮
২।	চা উৎপাদন	১৩	১২	১২	১০	৯
৩।	বিএডিসি চুক্তিবদ্ধ চাষীদের ঋণঃ লবন উৎপাদন, মৎস্য চাষ, চিংড়ী চাষ, ফুল চাষ, কলা চাষ, জলমহল ব্যবস্থাপনা ও মৎস্য আহরণ, রেশম পোকা চাষ, পান বরজ, ছাগল পালন, হালের বলদ/ মহিষ ক্রয়, গাভী পালন/ দুগ্ধ খামার, খামার যন্ত্রপাতি, সেচ যন্ত্রপাতি, ধান ভাংগার কল, সামুদ্রিক মৎস আহরণ, নার্সারী, উদ্যান উন্নয়ন, গ্রামীণ যানবাহন, ফলের বাগান, মিশ্র খামার, ছাগল/ ভেড়া পালন, ব্রিডিং, ফার্ম, নারিকেল ও সুপারী চাষ।	১৪	১৩	১৩	১০	৮
৪।	রাবার চাষ	১২	১২	১২	১০	৮
৫।	চা উন্নয়ন (মেয়াদী ঋণ)	১২	১২	১২	১০	৯
চলতি মূলধন ঋণ						
ক)	কৃষি ভিত্তিক শিল্পে (প্রসেসিং)	১৫	১৪.৫০	১৩	১০	৯
খ)	কৃষি পন্য বিপননের জন্য(ট্রেডিং)	১৫	১৫	১৪	১২	১১
গ)	হিমাগারে আলু সংরক্ষনের চলতি মুলধন ঋণ	১৫.৫০	১৫	১৪	১২	১০
রপ্তানী ঋণ						
ক)	হিমায়িত খাদ্য ও কৃষি পণ্য ভিত্তিক রপ্তানী ঋণ (এলসির আওতায়)	৭	৭	৭	৭	৭

উৎস ঃ ঋণ ও অগ্রিম বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, ২০০৪।

***পরিশিষ্ট*-IX**

মিরপুর বেনারসী পল-ীতে দেয়া ব্যাংকের ঋণের বিবরণী

বছর	ঋণ সুবিধা গ্রহনকারীর সংখ্যা	ঋণ গ্রহণের পরিমান	ঋণ আদায়	অনাদায়ী ঋণ	
				সংখ্যা	পরিমান
১৯৯৮-৯৯	২৪৪	১৩৯.০১	৭৯.৪০	২৬৪	১০৬.৭৪
১৯৯৯-২০০০	১৩২	৭৯.৩২	৫৫.৫২	৩১২	১৩৮.৭০
২০০০-০১	২৫৫	২২২.৩০	১৬১.৯৭	৫১২	৩৫৪.৬৪
২০০১-০২	২৬০	২০৮.০৮	৬৩.৬৫	৫৩৮	৪৪৫.৭৫
২০০২-০৩	২১	২৭.৪০	৩৫.৫৮	৫৪৬	৫০৪.৪৭